إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে ?
সে-ই, যে বিশ্বাস করে যে,
আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ)
তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে
যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে
তাঁহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন
রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য
আর কোন গ্রন্থ নাই ।

-হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪৫বর্ষ ।। ১৯শ সংখ্যা

১১ই শাওয়াল, ১৪১২ হিঃ ।। ২রা বৈশাখ, ১৩৯৯ বাংলা ।। ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯২ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশে ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ১৯শ সংখ্যা পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ
অনুবাদ : জনাব এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক : জনাব নাজির আহমদ ভূইঁয়া ৪

ঈদুল ফিতরের খুতবা
অনুবাদক : আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী ৯

৬৮তম সালানা জলসায় ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ
মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর ১৪

আহ্‌মদী জামাত ও ইংরাজ প্রীতি
আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ২৭

একজন বুযুর্গ দরবেশের একটি ঈমানবর্ধক পত্র
অনুবাদক : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী ৩৪

সংবাদ ৩৭

সম্পাদকীয় ঃ

দোয়াই আমাদের হাতিয়ার

আল্লাহ্‌তা'লার সাথে বান্দার যোগসূত্র হলো দোয়া আর তার কবুলিয়ৎ। মহান আল্লাহ্‌তা'লা চান যে, তাঁর বান্দারা যাচ্‌ঞা করুক আর তিনি দেন। এর মাধ্যমে মাবূদ আর আব্‌দের মধ্যে সম্পর্ক হয় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর।

দোয়া নিজের মধ্যে বড়ই শক্তি রাখে। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা কুরআন মজীদ থেকে পেয়ে থাকি। হযরত ইব্‌রাহীমের (আঃ) আগুন থেকে অব্যাহতি, হযরত মূসার (আঃ) নিরাপদে সাগর পাড়ি, বদরের প্রান্তরে ক্ষুদ্র একটি দলের বৃহত্তর দলের সাথে লড়াইয়ে জয় লাভ করা কি দোয়ার ফলশ্রুতি নয়? কারও কি তা অস্বীকার করার সাধ্যি আছে?

বর্তমান কালে আমরা যে সমস্যা-সংকুল সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি এর থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে আমাদের কাছে দোয়াই একমাত্র সম্বল। আখেরী যামানায় মসীহ (আঃ)-এর জামাত একমাত্র দোয়ার দ্বারাই দাজ্জাল ও ইয়া'জূজ-মাজূজের ফেৎনা থেকে বাঁচবে বলে আমাদের প্রিয় নবী মহানবী (সাঃ) বলে গেছেন। ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক জীবনে দোয়ার

(অবশিষ্টাংশ ৪৩ এর পাতায় দেখুন)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪৫তম বর্ষ ১৯শ সংখ্যা

১৫ই এপ্রিল, ১৯৯২ইং : ১৫ শাহাদাত, ১৩৭১ হিঃ শামসী : ২রা বৈশাখ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্‌-বাকারা-২

২২০ (আয়াতের অংশ)

এবং মানুষের জন্য উহাদের মধ্যে অল্প কিছু উপকারও (২৬৪) আছে। কিন্তু উহাদের পাপ (ও ক্ষতি) উহাদের উপকার অপেক্ষা গুরুতর।' এবং তাহারা তোমাকে ইহাও জিজ্ঞাসা করে যে, তাহারা কি খরচ করিবে, তুমি বল, 'যাহা উদ্বৃত্ত।' (২৬৫) এই ভাবে আল্লাহ্ তাঁহার আদেশাবলী তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা কর—

২২১। ইহকাল সম্পর্কে এবং পরকাল সম্পর্কে। এবং তাহারা তোমাকে এতীমের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'তাহাদের কল্যাণার্থে সংশোধন ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করা উত্তম কাজ।' (২৬৬) এবং তোমরা যদি তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাক, তাহা হইলে তাহারা তোমাদেরই ভাই। আর আল্লাহ্ ফাসাদকারীকে সংশোধনকারীর মোকাবেলায় ভাল জানেন। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তোমাদিগকেও কষ্টে ফেলিতে পারিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'

২৬৪। ইসলামের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কোন কিছুকে সামগ্রীকভাবে নিন্দা করে না, বরং ইহাতে সামান্যতম গুণ পাওয়া গেলেও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। ইসলাম কিছু সংখ্যক জিনিষকে 'হারাম' (নিষিদ্ধ) ঘোষণা করিয়াছে, ইহার অর্থ এই নয় যে, ইহাদের মধ্যে সামান্য উপকারও নাই। কেননা পৃথিবীতে এমন কিছু নাই যাহার মধ্যে কেবল অপকারিতাই আছে। নিষিদ্ধ করার কারণ হইল, উপকারিতা হইতে ইহাদের মধ্যে অপকারিতার পরিমাণ অত্যধিক বেশী। মাদক দ্রব্য ও জুয়াতে বিনাশী শক্তির বিপুল আধিক্য থাকার কারণে এইগুলিকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের মাঝে যেটুকু সামান্য উপকারিতা আছে, তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

২৬৫। 'আফ্‌ওয়া' মানে (১) একজনের প্রয়োজন মিটাইয়া যাহা বাকী থাকে এবং যাহা দান করিলে দাতা কষ্টে পতিত হয় না, (২) একটি বস্তুর শ্রেষ্ঠাংশ, (৩) অযাচিত দান (আকরাব)। সাধারণ মুমেনেরা ততটুকু দিবে, যতটুকু তাহার ন্যায্য প্রয়োজন মিটাইবার পর থাকিয়া যায়। উচ্চমানের মুমেনেরা তাহাদের সম্পদের শ্রেষ্ঠাংশ দান করিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। তবে কথাটি যদি সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে, যুদ্ধের সময়ে মুমেনেরা কেবলমাত্র জীবন-ধারণ উপযোগী সম্পদ নিজেদের জন্য রাখিয়া, বাকী সব আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিয়া দিবে।

২৬৬ টিকা অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২২২। এবং তোমরা মুশরেক নারীগণকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করিও না, বস্তুতঃ একজন মোমেন দাসী মুশরেক মহিলা অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম, যদিও সে (তাহার সৌন্দর্য দ্বারা) তোমাদিগকে মুগ্ধ করুক না কেন। এবং মুশরেক পুরুষগণ যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান আনে; তাহাদের সহিত (মুমেন নারীগণের) বিবাহ দিও না; বস্তুতঃ একজন মুমেন দাস একজন মুশরেক পুরুষ অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম, যদিও সে তোমাদিগকে মুগ্ধ (২৬৭) করুক না কেন। ইহারা তোমাদিগকে আগুনের দিকে আহ্‌বান করে, আর আল্লাহ্‌ নিজ আদেশ দ্বারা (তোমাদিগকে) জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্‌বান করেন। এবং তিনি মানবমণ্ডলীর জন্য নিজ নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

২৬৬। এতিমদের ভরণ-পোষণ এক নাজুক ব্যাপার। ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক দায়িত্ব। এতিমগণকে এমনভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া প্রয়োজন যাহাতে তাহারা শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। তাহাদিগকে পরিবারের সদস্য গণ্য করিতে হইবে। তাহারা তোমাদের ভাই — এই বাক্যটির মধ্যে এই নির্দেশই রহিয়াছে।

২৬৭। যুদ্ধের বিষয়টির সাথে পৌত্তলিকদেরকে বিবাহ করার ব্যাপারটা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক রাখে। কারণ, যুদ্ধে লিপ্ত থাকার দরুণ, যোদ্ধারা অনেক দিন ধরিয়া নিজেদের বাড়ীঘর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকেন এবং মুশরেক স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহ করিতে প্রলুব্ধ হন। কুরআন এইরূপ বিবাহ করাকে শক্তভাবে নিষেধ করিতেছে। একইভাবে, মুশরেক পুরুষের কাছে মুমেন কন্যা দান নিষিদ্ধ, ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক কারণে এই নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। একজন মুশরেক স্বামী তার স্ত্রীর উপরতো বটেই, ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান দের উপরেও অত্যন্ত জঘন্য কুপ্রভাব বিস্তার করিবে। একই কারণে একজন মুশরেক স্ত্রী নিজ সন্তানদিগকে নিশ্চয় পৌত্তলিকতার বিষময় শিকার মধ্যে লালন-পালন করিয়া বংশটাকেই সকল পারলৌকিক মঙ্গল হইতে বঞ্চিত করে। এতদ্ব্যতীত, মুমেনের স্ত্রী যদি মুশরেক হয় অথবা মুসলমান স্ত্রীর স্বামী যদি মুশরেক হয়, তাহা হইলে তাহাদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার এবং জীবন-বোধ ইত্যাদি পরস্পর বিপরীত মুখী হইবে; ঐক্য, সমঝোতা ও মনের মিল ব্যাহত হইতে হইতে বিলীন হইয়া পারিবারিক শান্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিবে। ইসলাম কৃতদাসকে নিকৃষ্ট জাত বলিয়া চিহ্নিত করে না। একটি মুসলমান স্ত্রীলোক কৃতদাসী হইলেও একজন স্বাধীন মুসলমানের স্ত্রী হইবার জন্য এক স্বাধীন মুশরেক নারী হইতে অধিকতর উপযোগী ও শ্রেষ্ঠতর। মুসলমান সমাজে কৃতদাসগণ তাহাদের ঈমান ও ধর্ম-পরায়ণতার সুবাদে, উচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। হযরত বেলাল, সাল্‌মান ও সলিম প্রমুখাৎ কৃতদাস ছিলেন। ইসলাম গ্রহণপূর্বক কৃতদাস হইতে মুক্তমানবে পরিণত হইয়া, ধর্মীয় চেতনা ও ধর্মীয় পরিশীলন দ্বারা সারা মুসলমান সমাজে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের পাত্ররূপে গণ্য হইয়াছিলেন।

হাদিস শরীফ

এলেম ও জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ দান

এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

১। হযরত ইবনে মস্‌উদ (রাযিঃ) বলেন যে, তিনি শুনিয়াছেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন: আল্লাহ্‌তা'লা ঐ ব্যক্তিকে সদা ভাল এবং সুখী রাখুন, যে আমার নিকট কোন ভাল কথা শোনে এবং আগে উহা ঠিক সেই রূপই পৌঁছায় যেরূপ শুনিয়াছিল। কারণ, অনেক এমন মানুষ আছে যাহাদিগকে কথা পৌঁছান হয়, তাহারা শ্রোতা হইতে অধিক স্মরণ রাখিতে পারে এবং বুঝিয়া শুনিয়া উপকৃত হয়।"

(তিরমিযী)

২। হযরত মুয়াবিয়াহ (রাযিঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আল্লাহ্‌তা'লা যে ব্যক্তির মঙ্গল চাহেন এবং তাহাকে উন্নতি দান করিতে চাহেন, তাহাকে ধর্ম বুঝিবার শক্তি দেন"

(বুখারী)

৩। হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি: "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের তালাশে বাহির হয়, আল্লাহ্‌তা'লা তাহার জন্য জান্নাতের দরজা সহজ করিয়া দেন এবং ফেরেশ্‌তাগণ বিদ্যার্থীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের পাখা তাহার সম্মুখে পাতিয়া দেন এবং জ্ঞানীর জন্য যমীন ও আসমানবাসী ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এমন কি পানীর মৎসগুলিও তাহার জন্য দোয়া করে। আলেমের (জ্ঞানী ব্যক্তির) ফযিলত (শ্রেষ্ঠত্ব) আবেদ তথা এবাদতকারী সাধকের উপর তেমনি, যেমন চাঁদের ফযিলত অন্য গ্রহ-নক্ষত্রের উপর রহিয়াছে। এবং উলামা নবীগণের ওয়ারীশ। নবীগণ টাকা-পয়সা ওয়ারিশী হিসাবে ছাড়িয়া যান না, বরং তাঁহাদের পরিত্যাক্ত সম্পদ হইল তত্বজ্ঞান, এলেম ও ইরফান। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে, সে মহাসৌভাগ্য এবং মঙ্গলের অধিকারী হয়।"

(তিরমিযী)

৪। হযরত মাসরুক (রাঃ) বলেন: একদা হযরত আবদুল্লাহ বিন্‌ মাস্‌উদ (রাঃ) আমাদের নিকট বলিলেন: "যদি কাহারো কোন জ্ঞানের কথা জানা থাকে, তবে তাহা বলা উচিত এবং যদি কাহারো কোন কথা জানা না থাকে, তবে প্রশ্ন করা হইলে বলিবে: আল্লাহ্‌তা'লাই সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন। কারণ, ইহাও জ্ঞানেরই কথা যে, মানুষ যাহা জানে না তাহা আল্লাহ্‌তা'লাই সবিশেষ জানেন। আল্লাহতা'লা হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে ফরমাইয়াছেন: হে রসূল! তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার কোনো প্রতিদান চাহি না এবং কষ্টপ্রণোদিত বা বানোয়াটকারী নই।"

(বুখারী, কেতাবুল এলেম,)

৫। হযরত আবদুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস (রাঃ) বলেন: আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু

(অবশিষ্টাংশ ৮ম পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(১৮শ সংখ্যায় পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

এখন জানা উচিত 'ইসলাম' শব্দে যে তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে উহা পর্যন্ত পৌঁছানোই ইসলামের সকল নির্দেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটেই কুরআন শরীফে এইরূপ শিক্ষা আছে, যাহা খোদাকে প্রিয় বানানোর পথে সচেষ্ট রহিয়াছে। কোথাও তাঁহার সৌন্দর্য ও অপরূপকে দেখানো হয়, কোথাও কৃপাকে স্মরণ করানো হয়। কেননা কাহারো ভালবাসা হয়তো সৌন্দর্যের মাধ্যমে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, নয়তো কৃপার মাধ্যমে। অতএব লেখা হইয়াছে যে, খোদা স্বীয় সকল গুণাবলীর দিক হইতে এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার মধ্যে কোন ত্রুটি নাই। তিনি সকল পরিপূর্ণ গুণাবলীর আধার, সকল পবিত্র কুদরতের বিকাশস্থল, সকল সৃষ্টি ও আশীষের উৎস এবং সকল পুরস্কার ও শাস্তির প্রভু ও সব কিছু তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। তিনি দূরে থাকা সত্বেও নিকটে আছেন এবং নিকটে থাকা সত্বেও দূরে আছেন। তিনি সকলের উর্ধ্বে আছেন। এই কথা বলিতে পারি না যে তাঁহার নীচেও কেহ আছে। তিনি সকল বস্তুর চাইতে অধিক গুপ্ত। কিন্তু এই কথা বলা যায় না যে, তাঁহার চাইতে অধিক প্রকাশ্যমান কেহ আছে। তিনি স্বীয় সত্তায় জীবিত এবং প্রত্যেক বস্তু তাঁহার মাধ্যমে জীবিত। তিনি স্বীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক বস্তু তাঁহার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে দণ্ডায়মান রাখিয়াছেন কিন্তু কোন বস্তু তাঁহাকে দণ্ডায়মান রাখে নাই। কোন বস্তু নাই, যাহা তাঁহাকে ছাড়া নিজে নিজেই সৃষ্টি হইয়াছে, বা তাঁহাকে ছাড়া নিজে নিজেই জীবিত থাকিতে পারে। প্রত্যেক বস্তু তাঁহার দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু ইহা কিরূপ পরিবেষ্টন তাহা বলা যায় না। তিনি আকাশ ও যমীনের প্রত্যেক বস্তুর জ্যোতিঃ এবং প্রত্যেক জ্যোতিঃ তাঁহার হস্তেই জ্যোতির্মান হইয়াছে এবং তাঁহার সত্তারই প্রতিচ্ছায়া বটে। তিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক। কোন আত্মা নাই যাহা তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত না হইয়া নিজে নিজেই প্রতিপালিত হয়। কোন আত্মার এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত নহে এবং উহা নিজে নিজেই প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার দয়া দুই প্রকারের :

(১) এক ঐ দয়া, যাহা কোন কর্মীর কর্ম ছাড়াই আদিকাল হইতে প্রকাশমান। উদাহরণ স্বরূপ, আসমান সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, পানি, আগুন ও বায়ু এবং এই পৃথিবীর

তাবৎ অণু পরমাণু আমাদের আরাম-আয়াসের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে আমাদের যে সকল জিনিসের প্রয়োজন ছিল ঐ সকল জিনিস আমাদের জন্মের বহু পূর্বেই আমাদের জন্য সরবরাহ করা হইয়াছে এবং এই সকল জিনিস ঐ সময় সরবরাহ করা হইয়াছে যখন আমাদের নিজেদেরই অস্তিত্ব ছিল না। এইগুলি লাভ করার জন্য আমরা কোন কর্মও সম্পাদন করি নাই। কে বলিতে পারে যে, সূর্য আমার কর্মের দরুণ সৃষ্টি করা হইয়াছে, বা যমীন আমার কোন পুণ্য কাজের ফলে তৈয়ার করা হইয়াছে। মুদ্দা কথা, ইহা ঐ দয়া, যাহা মানুষ ও তাহার কর্মের পূর্বেই প্রকাশমান হইয়াছে ইহা কাহারো কর্মের ফল নহে। (২) দ্বিতীয় দয়া উহা যাহা কর্মের সহিত সম্পৃক্ত। ইহা ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নাই। তদনুযায়ী কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, খোদার সত্তা প্রত্যেক ত্রুটি হইতে মুক্ত এবং প্রত্যেক বিচ্যুতি হইতে পবিত্র এবং তিনি চাহেন মানুষও তাঁহার শিক্ষার অনুসরণ করিয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে পবিত্র হউক। তিনি বলেন,

ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى

(বনী ইসরাঈল: ৩) অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অন্ধ থাকিবে এবং আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ করিবে না, সে মৃত্যুর পরেও অন্ধই থাকিবে এবং অন্ধকার ছাড়িয়া যাইবে না। কেননা খোদাকে দেখার জন্য এই পৃথিবীতেই দৃষ্টি শক্তি লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি পৃথিবী হইতে এই দৃষ্টি শক্তি সঙ্গে লইয়া যাইবে না সে পরকালেও খোদাকে দেখিতে পারিবে না। এই আয়াতে খোদাতা'লা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি মানুষের নিকট হইতে কি ধরণের উন্নতি প্রত্যাশা করেন এবং মানুষ তাঁহার শিক্ষার অনুসরণ করিয়া কোন্ স্তর পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে। অতঃপর কুরআন শরীফ এই শিক্ষা উপস্থাপন করে, যাহার মাধ্যমে এবং যাহা পালন করিলে এই পৃথিবীতেই খোদা দর্শনের সুযোগ পাওয়া যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন,

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا

(আল্-কাহাফ: ১১১), অর্থাৎ যে ব্যক্তি চাহে যে, এই পৃথিবীতেই তাহার ঐ খোদার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হউক, যিনি প্রকৃত খোদা ও সৃষ্টি কর্তা, তাহার এইরূপ পুণ্যকর্ম করা উচিত যাহাতে কোন প্রকারের ত্রুটি না থাকে। অর্থাৎ তাহার ধর্ম যেন লোক দেখানোর না হয়, না কর্মের দরুন হৃদয়ে অহংকার সৃষ্টি হয় যে, আমি কি হনুরে, না ঐ কর্ম ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হওয়া উচিত, না তাহাতে এইরূপ কোন মলিনতা থাকা উচিত যাহা খোদার ভালবাসার পরিপন্থী। বরং তাহার কর্ম সততা ও বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ হওয়া উচিত. এতদুপরি প্রত্যেক প্রকারের শেরেক হইতে বিরত থাকিতে হইবে। না সূর্য, না চন্দ্র, না আকাশের নক্ষত্ররাজি, না বায়ু, না অগ্নি, না পানি, না পৃথিবীর অন্য কোন বস্তুকে উপাস্য সাব্যস্ত করা উচিত এবং না জাগতিক উপকরণকে এইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং ইহাদের উপর

এইরূপ ভরসা করিবে যেন ইহারাই খোদার অংশীদার এবং না নিজের শক্তি ও প্রচেষ্টাকে কিছু একটা মনে করিবে। কেননা বিভিন্ন প্রকার শেরেকের মধ্যে ইহাও এক প্রকার শেরেক। বরং সব কিছু করিয়া এইরূপ মনে করা উচিত যে, আমি কিছুই করি নাই। না নিজের জ্ঞানের অহংকার করিবে, না নিজের কর্মের গৌরব করিবে। বরং নিজেকে প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ ও নিরুপায় মনে করিবে এবং খোদাতা'লার আস্তানায় সদাসর্বদা আত্মাকে অবনত রাখিবে এবং দোয়ার সহিত তাঁহার আশীষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিবে। এইরূপ ব্যক্তির ন্যায় হইয়া যাওয়া প্রয়োজন, যে প্রচণ্ড পিপাসার্ত আর তাহার সম্মুখে একটি স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির ঝরণা দৃশ্যমান। অতএব সে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া এই ঝরণা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল এবং স্বীয় ওষ্ঠকে এই ঝরণায় রাখিল ও তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে ইহা হইতে সরাইল না। অতঃপর আমাদের খোদা কুরআনে স্বীয় গুণাবলী সম্পর্কে বলেন,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

(সূরা আল্-এখলাস : ২-৫), অর্থাৎ তোমাদের খোদা ঐ খোদা, যিনি স্বীয় সত্তায় ও গুণাবলীতে এক ও অদ্বিতীয়। কালহীনতার ন্যায় কোন সত্তা তাঁহার সত্তা নহে। কোন বস্তুর গুণাবলী তাঁহার গুণাবলীর ন্যায় নহে। মানুষের জ্ঞান কোন শিক্ষকের মুখাপেক্ষী এবং ইহা সীমিত। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান কোন শিক্ষকের মুখাপেক্ষী নহে এবং ইহা তুলনাহীনভাবে অসীম। মানুষের শ্রবণ শক্তি বাতাসের মুখাপেক্ষী আর ইহা সীমিত। কিন্তু খোদার শ্রবণশক্তি তাঁহার স্বীয় শক্তি হইতে উদ্ভূত আর ইহা সীমিত নহে। মানুষের দৃষ্টি শক্তি সূর্য বা অন্য কোন আলোর মুখাপেক্ষী এবং ইহা সীমিত। কিন্তু খোদার দৃষ্টি শক্তি স্বীয় জ্যোতিঃ হইতে উদ্ভূত এবং ইহা অসীম। অনুরূপভাবে মানুষের সৃষ্টি করার ক্ষমতা কোন উপাদানের মুখাপেক্ষী, তাছাড়া ইহা সময়েরও মুখাপেক্ষী ও সীমিত। কিন্তু খোদার সৃষ্টি করার ক্ষমতা না কোন উপাদানের মুখাপেক্ষী, না কোন সময়ের মুখাপেক্ষী এবং ইহা অসীম। কেননা তাঁহার সকল গুণাবলী দৃষ্টান্তহীন। যেমন তাঁহার কোন দৃষ্টান্ত নাই, তেমন তাঁহার গুণাবলীরও কোন দৃষ্টান্ত নাই। যদি তাঁহার একটি গুণে ত্রুটি থাকে, তাহা হইলে সকল গুণেই ত্রুটি থাকিবে। এমতাবস্থায় তিনি স্বীয় সত্তার ন্যায় স্বীয় সকল গুণাবলীতে অনন্য ও দৃষ্টান্তহীন না হইলে তাঁহার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহার পর উপরোক্ত প্রশংসা সম্পর্কিত আয়াতের অর্থ এই যে, খোদা না কাহারো পুত্র, না কেহ তাঁহার পুত্র। কেননা তিনি স্বীয় সত্তায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁহার পিতারও প্রয়োজন নাই। ইহাই একত্ববাদ যাহা কুরআন শরীফ শিখাইয়াছে। ইহা ঈমানের কেন্দ্রবিন্দু। কর্ম সম্পর্কে কুরআন শরীফে এই সমষ্টিবাচক আয়াতটি আছে,

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

(সূরা আল-নহল : ৯১)

অর্থাৎ খোদা তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন যে, ন্যায় বিচার কর এবং ইনসাফে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাও। যদি ইহার চাইতেও অধিক কামেল হইতে চাও, তাহা হইলে পরোপকার কর। অর্থাৎ এইরূপ লোকদের উপকার কর যাহারা তোমাদের কোন উপকার করে নাই। যদি ইহার চাইতেও অধিক কামেল হইতে চাও, তাহা হইলে মা যেমন কেবল নিজ স্বভাবজাত আবেগে স্বীয় শিশুর সেবা-যত্ন করে, তেমনিভাবে তোমরাও কেবল স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি ও প্রকৃতিগত আবেগে উপকারের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াই মানব জাতির উপকার কর। বলা হইয়াছে, খোদা তোমাদিগকে বাড়াবাড়ি করিতে, বা উপকারের জন্য খোঁটা দিতে, বা প্রকৃত উপকারীর উপকার স্বীকার করিতে নিষেধ করিতেছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্য এক স্থানে বলা হইয়াছে,

و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما وا سيرا — انما نطعمكم لو جه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا — (সূরা আদ্-দাহর : ৯-১০ আয়াত),

অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ সত্যবাদী যখন দরিদ্র, অনাথ ও কয়েদীকে খাদ্য খাইতে দেয় তখন সে কেবল মাত্র খোদার প্রেমেই তাহা করে, অন্য উদ্দেশ্যে নহে। সে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলে, এই খেদমত কেবল খোদার জন্য করিয়াছি, ইহার জন্য আমি কোন প্রতিদান চাহি না এবং ইহার জন্য কৃতজ্ঞতাও চাহি না। অতঃপর শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে বলা হইয়াছে,

جزاؤا سيئة سيئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره على الله

(সূরা আশ্-শূরা : ৪১), অর্থাৎ অন্যায়ের পরিবর্তে সম পরিমাণ অন্যায়ের ব্যবস্থা আছে। দাঁতের পরিবর্তে দাঁত, চোখের পরিবর্তে চোখ, গালির পরিবর্তে গালির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত শর্তে ক্ষমা করিবে তাহার জন্য প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমা করাই উত্তম হইবে। শর্তটি হইতেছে এই যে, এইরূপ ক্ষমার ফলে মন্দের পরিবর্তে যেন সংশোধন হয়, অর্থাৎ যাহাকে ক্ষমা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যেন সংশোধন ঘটে এবং সে যেন অন্যায় হইতে বিরত হয়। এমতাবস্থায় ক্ষমাকারী ইহার প্রতিদান লাভ করিবে। পাত্র অপাত্র বিবেচনা না করিয়া এক গালে চড় খাইয়া প্রত্যেক বার অন্য গাল পাতিয়া দেওয়া উচিত নহে। ইহাতো প্রজ্ঞার পরিপন্থী। কোন কোন সময় অন্যায়কারীর প্রতি সদাচরণ করা এইরূপ অনিষ্টকর হইয়া পড়ে, যেন ভাল মানুষের প্রতি অন্যায় করা হইল। অতঃপর বলা হইয়াছে,

ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك و بينه عداوة كانه ولى حميم

(সূরা হামিম সেজদা : ৩৫), অর্থাৎ যদি কেহ তোমার উপকার করে তাহা হইলে তুমি তাহার আরো বেশী উপকার কর। তুমি এইরূপ করিলে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা থাকিলেও তাহা এইরূপ বন্ধুত্বে পরিণত হইবে যেন সে আত্মীয়। আরো বলা হইয়াছে,

ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احد كم ان ياكل لحم اخيه ميتا (সূরা আল্ হুজুরাত : ১৩)

لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم - (সূরা আল্ হুজুরাত : ১২)

ان اكرمكم عند الله اتقكم - (সূরা আল্ হুজুরাত : ১৪)

و لا تنا بزوا با لا لقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان (সূরা আল্ হুজুরাত : ১৩)

فاجتنبوا الرجس من الاو ثان وا جتنبوا قول الزور (সূরা আল্ হজ্জ : ৩১) (সূরা আল

واعتصموا بحبل الله جميعا (আলে-ইমরান ১০৪) و قولوا قولا سديد (আহযাব : ৭১)

অর্থাৎ তোমাদের একে অন্যের নিন্দা করা উচিত নহে। তোমরা কি মৃত ভাইয়ের মাংস খাইতে পসন্দ করিবে? এক জাতি অন্য জাতিকে এই বলিয়া হাসি বিদ্রূপ করিও না যে, আমাদের জাতি উচ্চ ও তাহাদের জাতি নীচ। এমন হইতে পারে যে তাহারা তোমাদের চাইতে উত্তম। খোদার নিকট যে অধিক সম্মানিত সে অধিক পুণ্য কর্ম ও পরহেযগারীতে অংশ গ্রহণ করে। জাতিসমূহের মধ্যে পার্থক্য কোন গুরুত্ব বহন করে না। তোমরা লোকদিগকে মন্দ নামে ডাকিও না, যদ্বারা তাহারা বিরক্ত হয় বা নিজদিগকে অবমানিত মনে করে। অন্যথা খোদার নিকট তোমাদের নাম অশ্লীল হইবে। মূর্তিকে ও মিথ্যাকে পরিহার কর। এই দুইটিই অপবিত্র। যখন কথা বল তখন প্রজ্ঞা ও যৌক্তিকতার সহিত কথা বল। হালকা ধরণের কথা ও কাজ হইতে নিজেদেরকে রক্ষা কর। তোমাদের সকল অংগ-প্রত্যঙ্গ ও সকল শক্তি খোদার অধীনস্থ হওয়া উচিত এবং তোমরা সকলে এক হইয়া তাঁহার আনুগত্যে লাগিয়া যাও। অন্য এক স্থানে আল্লাহতা'লা বলেন,

الهكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم

হে খোদা সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তিরা! পার্থিব আসক্তি তোমাদিগকে উদাসীন করিয়াছে। এমনকি তোমরা কবরে প্রবেশ করা পর্যন্ত উদাসীনতা হইতে বিরত হওনা। ইহা তোমাদের ভুল এবং শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে। পুনরায় আমি বলিতেছি যে, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে। যদি তোমদের জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস অর্জিত হয় তাহা হইলে জ্ঞানের সাহায্যে চিন্তা ভাবনা করিলে নিজেদের জাহান্নাম দেখিতে পাইবে এবং তোমরা অনুধাবন করিতে পারিবে যে, তোমাদের জীবন জাহান্নামী। অতঃপর ঐ সময়ও আসিবে যখন তোমাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে এবং প্রত্যেক আমোদ-প্রমোদে জীবন অতিবাহিতকারী ও সীমা লংঘনকারীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। অর্থাৎ তোমরা শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিত বিশ্বাসে উপনীত হইবে। এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, বিশ্বাস তিন প্রকারের। প্রথম বিশ্বাসটি জ্ঞান ও ধারণার সাহায্যে অর্জিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কেহ দূর হইতে ধোঁয়া দেখিলে ধারণা ও বুদ্ধি প্রয়োগে বুঝিতে পারে যে, এই স্থানে নিশ্চয় আগুন থাকিবে। অতঃপর নিজেদের চোখে এই আগুন দেখিয়া নেওয়া দ্বিতীয় প্রকারের বিশ্বাস। তৃতীয় প্রকারের বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, আগুনে হাত ঢুকাইয়া ইহার দাহিকা শক্তির স্বাদ গ্রহণ করা। (লেকচার লাহোর পুস্তকের বঙ্গানুবাদ) (ক্রমশঃ)

(৪র্থ পৃঃ পর হাদীসের অবশিষ্টাংশ)

আলায়হেস সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি: "আল্লাহ্‌তা'লা মানুষের নিকট হইতে ছিনাইয়া হস্তগত করেন না। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে ওফাত দিয়া জ্ঞান তুলিয়া নেন। এমন কি অবশেষে কোন আলেম থাকে না এবং লোকেরা জাহেল ও অজ্ঞদিগকে তাহাদের ইমাম বা নেতা করিয়া নেয়। যখন তাহাদিগকে ধর্ম বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তাহারা না জানিয়া 'ফতওয়া (অভিমত) দেয় এবং নিজে বিপথগামী হয় এবং অন্যকেও বিপথগামী ও গোমরাহ্ করে।"

(বোখারী, কেতাবুল এলম)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

ঈদুল ফিতরের খুৎবা

(১৯৯০ ইং সালের এপ্রিল মাসের ২৭ তারিখে লণ্ডনস্থ ইসলামাবাদে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' আইয়াদাহুল্লাহুতা'লা বেনস্রেহিল আযীয প্রদত্ত)

অনুবাদক : আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক,
সদর মুব্বী

(১৭ ও ১৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

মৌঃ গোলাম রসূল রাযেকী সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতো ওয়াস্সালামের যুগের একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা লিখেছেন। কাদিয়ানে এক দরবেশ আসলো। খুব সম্ভব সে শিয়ালকোটের অধিবাসী ছিল; তার সম্বন্ধে শুনেছি যে, সে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্সালামকে আবেদন জানালো যে, হুযূর আমার বয়াত গ্রহণ করুন। তখন হযরত সাহেব সাধারণ নিয়ম ব্যতিক্রম করে তৎক্ষণাৎ তার বয়াত গ্রহণ করে নিলেন। অথচ হুযূরের নিয়ম ছিল যে, যখনই কোন ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতো এবং বয়াত গ্রহণের আবেদন জানাতো তিনি তৎক্ষণাৎ তার বয়াত গ্রহণ করতেন না বরং তাকে বলতেন, কিছু দিন এখানে অবস্থান কর এবং আরো গবেষণা করে বিষয়টি ভালরূপে বুঝে নাও। কিন্তু ঐ ব্যক্তির শুধু বয়াতই তিনি গ্রহণ করেন নি পরন্তু তাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। এতে অনেকেই বিস্মিত হলেন এবং সেই দরবেশকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি ? ইহাও জিজ্ঞেস করলেন যে, বয়াত করার জন্য আপনাকে কিসে প্রেরণা যোগালো ? সে বললো, আকাশে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা মসীহ মাওউদের বয়াত করে না তাদিগকে আকাশ থেকে নীচে ফেলে দেয়া হোক। তখন যে সকল বড় বড় বুযুর্গ এবং আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিল অথচ মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বয়াত করে নি তাদিগকে নীচে ফেলে দেয়া শুরু হল। এই কাজে নিয়োজিত এক ফিরিশ্তা আমার দিকেও আসলো। তখন আমি বললাম, আমি এখনই বয়াত করে নিবো, আমাকে নীচে ফেলো না। অতএব আমি বয়াত করার জন্য হাযির হয়ে-গেলাম। মৌঃ রাযেকী সাহেবের বর্ণনা মোতাবেক সেই দরবেশের নাম ফকীর মুহাম্মদ। তিনি শিয়ালকোটের এক প্রসিদ্ধ খালের তীরে অবস্থিত কোন এক গ্রামের লোক ছিলেন। বয়াত করার পর তিনি হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্সালামের সত্যতা সম্বন্ধে ও তাঁর আহ্-মদীয়াত গ্রহণ করার বিষয়ে' একটি বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করেছিলেন, যে বিজ্ঞাপনটি হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্সালাম নিজ কিতাব হুজ্জাতুল্লাহ'য় লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐ ঘটনার আর একটি রেওয়ায়াত যা আমার নিকট পৌঁছেছে উহাতে শব্দগুলি এইরূপ ছিল যে, যখন তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করলো, তুমি এসেছ এবং আসার সঙ্গে যাওয়ারও অনুমতি

নিয়ে নিয়েছ; যদি তুমি এতই বড় মানুষ ছিলে তাহলে তুমি এখানে আসলে কেন? উত্তরে সে বললো, আমি আসব না কেন? সে পাঞ্জাবী ভাষায় বললো, 'উত্তোঁ জুত্তিয়াঁ প্যান্ দিয়াঁ। সান্ কেন জা বয়াত কার্ কে আ'। অর্থাৎ উপর হতে জুতা পড়ছিল যে, যাও গিয়ে বয়াত করে এসো। বিষয়বস্তু পূর্বের মতই; কিন্তু যে রাবী আমার নিকট রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন তিনি এই বিষয়টিকে পাঞ্জাবী ভাষায় চিত্তাকর্ষক বাক্যে বর্ণনা করেছেন। প্রকাশ ভঙ্গীর এটিও একটি পদ্ধতি যে, এমন শত্রুদের জন্যও হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতো ওয়াস্ সালামের সত্যতা প্রকাশ করা হলো যারা দুর্ভাগ্য বশতঃ গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারলো না, যেমন ডুলমিয়ালের মৌঃ করমদাদ সাহেব, যিনি হযরত মসীহ মাওউদ আলাহেস্ সালাতো ওয়াস্ সালামের সাহাবী ছিলেন এবং তাঁর দ্বারা খোদাতা'লার ফযলে ডুলমিয়ালে ব্যাপকভাবে আহ্‌মদীয়াত বিস্তার লাভ করেছে। তিনি বর্ণনা করছেন যে, সেখানকার মুহাম্মদ আলী নামে এক ব্যক্তি যিনি জামা'তের এক ঘোর বিরোধী মৌলভী লাল শাহের মুরীদ ছিল, সে এক দিন অনেক কলহ-বিবাদ করল এবং অত্যধিক রুষ্ট ভাষায় কথা বল্লো। সে রাত্রে স্বপ্নে দেখল যে, হযরত মির্যা সাহেব আমার ঘরে আসলেন এবং আমার বাহু ধরে আমাকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি উঠে তাঁর সঙ্গে চললাম। যখন গোরস্থানের নিকট পৌঁছলাম, তখন তিনি হাতে ইশারা করে বললেন, 'তোমার ঘর তো এইখানে, তুমি কেন ঝগড়া কর।' তার পরে তিনি চলে গেলেন। ভোরে উঠে তিনি তার স্ত্রীকে যা কিছু দেখে ছিলেন বলে দিলেন, যিনি গোটা গ্রামে এই কথা প্রচার করলেন। খোদার কুদরত, পরের দিন শুক্রবার ছিল, হঠাৎ করে সে মারা গেল এবং ঐ দিনই সে কবরস্থানে পৌঁছে গেল, যার সম্বন্ধে রাত্রে তাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল।

টাঙ্গানিকার আবদুল করীম ডার সাহেব, যিনি সম্ভবতঃ এখানে আমাদের নযীর ডার সাহেবের মুরব্বীদের অন্তর্গত হবেন, এই জন্যই আমি এই ঘটনার চয়ন করেছি। তাঁকেও আল্লাহ্‌তা'লা স্বপ্ন যোগে আহমদীয়াতের সত্যতা সম্বন্ধে অবহিত করলেন। তিনি রেওয়ায়াত করছেন, রাত সাড়ে নয়টার সময় ছিল, যখন আমি ঠিক জাগ্রত অবস্থায় দেখছি যে, প্রথমে সাধারণভাবে বাতাস চললো তারপর কিছু বৃষ্টি হল, এর পরক্ষণেই আমি দেখছি যে, দীর্ঘকায় মাথায় সবুজ পাগড়ী হাতে ছড়ি নিয়ে একজন বুযুর্গ এসেছেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, দুনিয়াতে বর্তমানে কোন্ ধর্মটি সত্য? তিনি বললেন, بسم الله الرحمن الرحيم ০ আমি পুনরায় ঐ প্রশ্নই করলাম। ইহাতে তিনি পুনরায় بسم الله الرحمن الرحيم ০ পড়লেন। তৃতীয় বার আমি ধারণা করলাম যে, এই বুযুর্গ আমাকে بسم الله পড়াতে চান। তখন আমি তাড়াতাড়ি بسم الله الرحمن الرحيم পড়লাম এবং তাঁকে বললাম, আমি বড্ড চিন্তিত; আপনি বলুন আমাকে, দুনিয়াতে বর্তমানে কোন্ ধর্মটি সত্য?

তখন তিনি ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, বর্তমানে দুনিয়াতে আহ্‌মদীয়াত সত্য। এই দৃশ্য আমি সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি এবং আমি খোদার শপথ করে বলছি যে, এই ঘটনা ঠিক এইরূপই যেরূপ আমি উপরে লিখেছি। এর নীচে শেখ মুবারক আহমদ সাহেব যিনি বর্তমানে আমেরিকায় মুবাল্লেগ ইনচার্জ তিনি তখন সেখনে (ইষ্ট আফ্রিকায় —অনুবাদক) মুবাল্লেগ এবং আমীর ছিলেন, তাঁর সাক্ষ্য মওজুদ রয়েছে, তাঁর দস্তখত রয়েছে এবং কারী মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব মরহুমের সাক্ষ্য রয়েছে যিনি আমাদের নদীম সাহেবের সম্ভবতঃ বড় ভাই ছিলেন।

আফ্রিকান জাতির মধ্যেও কতিপয় ঘটনা এইরূপ পাওয়া যায় যে, অনেক স্থানে রোইয়া ও কাশ্‌ফের মাধ্যমে আহমদীয়াতের চারা রোপণ করা হয়েছে।

রাওনুমাহুন (সম্ভবতঃ এইরূপই উচ্চারণ হবে) এর ঈসা আহমদ ফলানী নামে একজন যুবক অধম মুহাম্মদ সিদ্দীক অমৃতসরীর নিকট (এখানে তাঁর সাক্ষ্য রয়েছে) একটি শুভ সংবাদ বিশিষ্ট স্বপ্ন এইরূপে বর্ণনা করেছেন, 'আমি ১৯৪২ সালে আহ্‌মদীয়াত সম্পর্কে গবেষণা ও ইস্তেখারা করছিলাম, যখন আমার গোত্রের লোক আহমদীয়াতের কঠোর বিরোধিতা করছিল, আমি এক রাত্রে স্বপ্নে দেখি যে, খুব অন্ধকার রাত্রি কিন্তু আকাশে তারা ঝকমক করছে যাদের মধ্যে সবুজ অক্ষরে ইংরেজী ভাষায় এই বাক্যটি লেখা ছিল:

THE AHMADIYYA MUSLIMS IS THE LAST BOAT
TO SAVE THE WORLD FROM NOHA'S FLOOD

এইগুলি হুবহু ঐ সব শব্দই যা তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, অথচ হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্‌ সালাতো ওয়াস্‌সালামের কিতাব কিশতিয়ে নূহ ও এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তিনি আদৌ অবহিত ছিলেন না। যখন তিনি এই রোইয়া বর্ণনা করেন তখন সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিনা দ্বিধায় আহমদীয়াত গ্রহণ করার ঘোষণা করে দিলেন।

এইরূপে আর এক বন্ধু আটফাফুডে মূসা ক্রোমো বর্ণনা করেছেন, আমি পূর্ণ যৌবনকালে মবুকাতে (জায়গার নাম) অবস্থান করেছিলাম। এক দিন দুপুরে বিশ্রামের অবস্থায় আমি দেখছি যে, একজন ফিরিশ্‌তার মত গুরুগম্ভীর সুন্দর ব্যক্তি আমার নিকট এসেছেন এবং বলেছেন, 'আমি ইমাম মাহ্‌দী, মুসলমানরা যার অপেক্ষা করছে'। আমি বললাম, 'আপনি কি ঠিক বলছেন'? তিনি বললেন, 'হাঁ'। আমি বললাম, 'আমি আলেমদের নিকট শুনেছি যে, ইমাম মাহ্‌দীর সময়ে মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধ হবে। অতএব আজ আমি আপনার সৈন্যদলে যোগদান করছি। যদি আমার পিতামাতাও এই পথে প্রতিবন্ধক হন আমি তাদের আদৌ পরওয়া করবো না।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি খাঁটি অন্তরে অঙ্গীকার করছো?' আমি বললাম, 'হাঁ'। এরপর আমার চক্ষু খুলে গেল। এক দীর্ঘ কাল ইহাতে অতীত হয়ে গেল। পরে আমি বালামায় বদলি হয়ে গেলাম। হঠাৎ এক দিন আলহাজ্ব নযীর আহমদ আলী সাহেব ও মৌঃ মুহাম্মদ সিদ্দীক অমৃতসরী সাহেব আমার

এখানে আসলেন এবং ইমাম মাহ্‌দীর আগমনের শুভ সংবাদ পৌঁছালেন। আমি উপস্থিত ছিলাম না, তখন বো (৪০) চলে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী বিস্তারিত জানার জন্য একজনকে তাদের পিছনে পাঠালেন। আমি যেমনই ইমাম মাহ্‌দীর আগমনের কথা শুনলাম, বালামা যাওয়ার পরিবর্তে দোয়া আরম্ভ করে দিলাম। কিছু দিন পরে দেখলাম যে, এক ব্যক্তি, যার হাত বেশ লম্বা এবং ব্রাউন রংগের চোগা পরিহিত, আমার হাত নিজের হাতে নিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'আমি ইমাম মাহ্‌দী; তুমি তোমার প্রথম স্বপ্নের কথা স্মরণ কর যখন তুমি খাঁটি অন্তরে অঙ্গীকার করেছিলে; অতএব সেই অঙ্গীকারকে ভুলো না। এরপর তাঁর হাত লম্বা হতে থাকল এবং আমি তাঁর নিকট হতে দূরে যেতে থাকলাম; কিন্তু আমার হাত তাঁর হাত থেকে ছুটেনি। অতঃপর আমার চোখ খুলে গেল। পরে আমি আহমদী হয়েছিলাম।'

হাত লম্বা হওয়ার অর্থ আহ্‌মদীয়াত দূরদূরান্তে বিস্তৃত হতে থাকবে

এবং হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্ সালামের হাত দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যাবে। এইরূপে মুবাল্লেগদের সংঙ্গে সংঘটিত চিত্তাকর্ষক ঘটনাসমূহ হতে ইন্দোনেশিয়ায় সংঘটিত একটি ঘটনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। মৌঃ মুহাম্মদ সাদেক মরহুম লিখেছেন: পাডাং শহরে (ঐ সময়ে তিনি সেখানে নিয়োজিত ছিলেন) এককালে হযরত মাওলানা রহমত আলী সাহেব নামে একজন নিষ্ঠাবান আহ্‌মদী ছিলেন তিনি মুসাম্মা দাউদ সাহেবের বাড়ীর এক অংশে বসবাস করতেন যা মহল্লা "ইয়াসের মসীকান' এ অবস্থিত ছিল। ঐ অঞ্চলে অধিকাংশ ঘর কাঠ নির্মিত ও পাশাপাশি ছিল। ঘটনাক্রমে একদিন ঐ মহল্লায় আগুন ধরে গেল যা আশে পাশের সকল বাড়ী জ্বালিয়ে ছাই করে দাউ-দাউ করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। হতে হতে মাওলানা সাহেবের ঘরের নিকট পৌঁছে গেল এমনকি অগ্নি শিখা ঘরের বারান্দাকে স্পর্শ করতে লাগলো। তখন এই সংকটাপন্ন অবস্থা দেখে মহল্লার আহমদী ও গয়ের আহমদী সকলেই হযরত মাওলানা রহমত আলী সাহেবকে পুনঃ পুনঃ আবেদন করতে লাগলেন যেন তিনি অতি সত্বর মাল সামান নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে আসেন; কিন্তু তিনি কারো কোন কথা শুনেননি। তিনি দোয়া করতে থাকেন এবং নিশ্চিন্ত মনে তাদিগকে এই সান্ত্বনা দিতে থাকেন যে, ইনশাআল্লাহ এই আগুন আমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারে না; এই ঘর সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতো ওয়াস্ সালামের একজন মুরীদের ঘর, যার এক অংশে এখন হুযুরের এক দাস এবং এক নগণ্য মুজাহেদের আবাসস্থল এবং হযরত আকদাসকে আল্লাহ্‌তা'লা ইলহাম যোগে ইরশাদ করে ছিলেন, "আগুন আমাদের দাস বরং দাসগণের দাস", অতএব এই আগুন এই ঘরকে ভস্মীভূত করতে ব্যর্থ হবে এবং যতটুকু পর্যন্ত পৌঁছেছে ততটুকু পর্যন্তই থাকবে; কারণ আগুনকে

খোদার হুকুমে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্‌সালাতো ওয়াস্‌সালামের সত্যিকার মুরীদের জন্য দাস বানানো হয়েছে।

এস্থলে 'সত্যিকার দাসগণ' শব্দের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত

যে, তাকে ঈমানদারও হতে হবে, বিশ্বস্তও হতে হবে। আর পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রেও এমন পর্যায়ের হতে হবে যে, সে সত্যিকার মুরীদদের মধ্যে গণ্য হতে পারে যেমন হযরত মাওলানা রহমত আলী সাহেব ছিলেন। এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন মাওলানা মুহাম্মদ সাদেক সাহেব যে, মাওলানা সাহেব কথাও শেষ করেন নি, হঠাৎ করে মেঘ আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল যা আগুনকে নিমিষে নিভিয়ে ঠাণ্ডা করে দিল। আগুনকে খোদাতা'লার পক্ষ হতে অনুমতি দেয়া হল না যে, উহা অন্যান্য ঘরের মত এই ঘরকেও নিজ করাল বেষ্টনে এনে ভস্মিভূত করুক।

ইহার বিপরীতেও একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা মাওলানা মুহাম্মদ সাদেক সাহেব লিখেছেন যে, ইণ্ডোনেশিয়ায় আহমদীয়া দারুত তবলীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাথমিক যুগে একবার পাডাং শহরে মাওলানা আহমদ আলী সাহেব মরহুম রঈসুত্ তবলীগ ইণ্ডোনেশিয়া, একজন আহমদী দরজী জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের দোকানে বসে ছিলেন এমন সময় ঘটনাক্রমে হল্যাণ্ডের একজন বিশপ পাদ্রী কয়েকজন সংগীসহ তবলীগ করতে ওখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম ও খৃষ্টীয় ধর্ম নিয়ে ভাব বিনিময় আরম্ভ করলেন যা শুনার জন্য কিছু ক্ষণের মধ্যেই অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। ঐ অঞ্চলে বৃষ্টি আরম্ভ হলে অবিরত ঘন্টার পর ঘন্টা চলতে থাকে। পাদ্রী সাহেবের হাতে ভাল সুযোগ এসে গেলে। কারণ দলীল প্রমাণের ক্ষেত্রে তিনি নিরূপায় হয়ে গিয়েছিলেন। তারা চিন্তা করলেন যে, ইহাদিগকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য এমন নিদর্শন চাওয়া যাক যা মানুষের সাধ্যাতীত। তখন তিনি বললেন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন এবং আপনার মসীহ সত্যবাদী হয়ে থাকে তা হলে এই নিদর্শন দেখান যে, এই মুষলধার বৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে থামিয়ে দেখান। তাঁর এই দাবীর সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মৌলবী সাহেব নিজ যিন্দা খোদার উপর ভরসা করে গুরুগম্ভীর আওয়াজে বৃষ্টিকে সম্বোধন করলেন যে, হে বৃষ্টি! তুই এই মুহূর্তে খোদার হুকুমে থেমে যা এবং ইসলামের যিন্দা ও সত্য খোদার প্রমাণ কায়েম কর। ইসলামের যিন্দা খোদার উপর আমরা কুরবান হই! এই কথার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বৃষ্টি থেমে গেল। ইহাতে পাদ্রী সাহেব ও তাঁর সকল সঙ্গী বিস্মিত হয়ে গেলেন।

আহমদীয়াতের মধ্যে নব জীবন দানকারী এইরূপ জ্যোতিঃ বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। যারা নবজীবন লাভ করার মত উপযুক্ত নয় তাদের উপর আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শনরূপে আল্লাহ্‌র রোষাগ্নিও বর্ষিত হয়েছে। মুন্সী আবদুল্লাহ্ সাহেব রেওয়ায়াত করছেন যে, হুযুর আকদাস ঐ সকল লোকের নাম লিখে দেয়ার জন্য ইরশাদ করলেন যারা শিয়ালকোটের আহমদীদিগকে কষ্ট দিয়েছিল। নাম লিখে দেয়ার কিছু দিন পরেই শিয়ালকোটে মারাত্মক প্লেগ ছড়িয়ে পড়লো এবং খোদাতা'লার রোষাগ্নি সেই সকল লোককে বেছে বেছে ভস্মিভূত করে দিল যারা আহমদীদের উপর যুলুম করেছিল। তাদের মধ্য হতে একজনও রক্ষা পায় নি। এই ঘটনাটি কেবল ঐতিহাসিক ঘটনাই নহে বরং যিন্দা খোদার যিন্দা নিদর্শনও বটে। (ক্রমশঃ)

৬৮তম সালানা জলসায় (৭-৯ ফেব্রুয়ারী, '৯২) ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ

আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, আম্মা বায়দু ফা আউযুবিল্লাহে মিনাশ শাইত্বানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আলহাম্দুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আর রাহমানির রাহীম, মালেকে ইয়াউমিদ্দীন, ইয়্যা কানা-বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস্তায়ীন। ইহ্দিনাস্ সেরাতাল মুস্তাকিম, সীরাতাল্লাযীনা আন্আমতা আলায়হিম, গায়রিল মাগদুবে আলায়হিম ওয়ালাদ্দাল্লীন।

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ,

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৬৮তম সালানা জলসার সমাপ্তি ভাষণে সংক্ষেপে এক বছরের কর্ম প্রচেষ্টাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। কুরআন পাক এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নত আমাদের শিক্ষা ও আদর্শের মূল উৎস। ব্যক্তি, পরিবার এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সামাজিক জীবনে ওসবের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের মাধ্যমেই আমরা জীবনের লক্ষ্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। তাই কুরআন পাক প্রচারের চেষ্টা দ্বারাই আলোচনা শুরু করছি।

কুরআন পাক

১৯৮৯ সালের আগষ্ট মাসে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ পাক কুরআনের বাংলা তরজমা প্রকাশ করা হয়। ১৫/১৬ মাসের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। পরবর্তী চাহিদা আমরা মিটাতে পারি নি। তড়িং গতিতে বিলি বিক্রি হওয়ার কারণ হলো এর গুণগত মান ছাড়াও বিরুদ্ধবাদীদের প্রচারণা যে, আমাদের তফসীর নাকি অপব্যাখ্যায় ভরপুর। বহু গ্রাহক তাদের ব্যাপক প্রচারে আমাদের তফসীরের কথা জানতে পারেন এবং তা সংগ্রহের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। যে যা বলুক না কেন আমাদের তরজমা ও ব্যাখ্যা প্রকাশের পর নিজেদের মাঝে দরসের প্রসার বেড়ে চলেছে এবং দরসের মানেরও উন্নয়ন হচ্ছে। ভবিষ্যতের জন্য এসব খুবই আশাপ্রদ বিষয়।

পাক কুরআন সম্পর্কে যে বিষয়টি গুরুত্বসহ প্রণিধানযোগ্য তা হলো এর হেফাযতের ভার আল্লাহতা'লা নিজের উপর রেখেছেন এবং তা করেও যাচ্ছেন। এর শিক্ষা ও আদর্শকে বাস্তবায়ন দ্বারা মোমেন বান্দারা যেন একে জীবন্ত করে তোলেন তাই আমরা এতে যতই সাফল্য অর্জন করবো ততই আল্লাহর খাস হেফাযতের ছায়াতলে স্থান পাবো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা

ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে সঠিকভাবে হৃদয়ংগম ও অনুসরণ করতে হলে পাক কুরআন ও হুযুর (সাঃ)-এর বিশুদ্ধ জীবন-পরম্পরকে পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করতেই হবে। একটিকে অপরটি হতে বিচ্ছিন্ন করা কখনও উচিত নয়।

আল্লাহ্‌র অসীম করুণায় এবারও দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী আলোচনার জন্য অর্ধশতাধিক অনুষ্ঠান করেছে। এতে আহমদী অ-আহমদী মুসলমান ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভাইদের কাছ থেকেও বেশ অনুকূল সাড়া পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ধর্মের বক্তাদের নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আহূত সীরাতুন্নবী জলসা নিয়ে পরবর্তীতেও পত্র-পত্রিকায় প্রশংসাসূচক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে এবং এরূপ বেশী বেশী আলোচনার দাবীও জানানো হয়েছে। বন্দর নগর চট্টগ্রামে আহূত কয়েকটি সীরাতুন্নবী জলসা বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এখানেও বিভিন্ন ধর্ম ও মতের বক্তা ও শ্রোতাদের উৎসাহজনক সমাবেশ ঘটেছে। অতি ভক্তি ও ঘৃণাজনিত কেচ্ছা কাহিনীর আচ্ছাদন ছিন্ন করে রসূল করীম (সাঃ)-এর বাস্তব জীবনকে উদ্ধার করে কুরআন পাকের শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়নের ভিত্তিতে মহানবী (সাঃ)-কে দুনিয়ার সামনে সহজ সরলভাবে পেশ করার যে আহ্‌বান আমরা জানাচ্ছি এর বিরুদ্ধেও অযথা সমালোচনা হতে দেখা যাচ্ছে। যারা তাদের দীর্ঘকালের লালিত কেচ্ছা কাহিনীতে নিজেদের জিম্মি করে রেখেছে তারাই এরূপ করছে তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, অনুরূপভাবে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে জানা জানি বৃদ্ধির জন্য দারুত তবলীগে আহূত সর্বধর্ম সম্মেলনও আশাতীত সাড়া জাগিয়েছে ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

মসজিদ ও 'মিশন' স্থাপন

ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শকে বাস্তবায়নের জন্য মসজিদ অত্যাবশ্যক। 'মিশন'ও যে প্রয়োজন তা বুঝার জন্য মিশন দ্বারা আমরা কি বুঝাচ্ছি ও এর আওতায় কি কি পড়ে তা বলা প্রয়োজন। মসজিদ প্রধানতঃ ইবাদতের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমান যমানায় ইসলাম প্রচারের মহান দায়িত্বকে সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে হলে অফিস, লাইব্রেরী, মুরব্বী-মোয়াল্লেমদের জন্য বাসা, মেহমান খানা, তালীম তরবীয়তের জন্য সুবিধাদি থাকা অত্যাবশ্যক। এসবই একই স্থানে করতে পারলে কাজ কর্মে খুবই সুবিধা হয়। এজন্যই আমরা মসজিদ ও 'মিশন' স্থাপনের প্রয়াস চালাচ্ছি। বস্তুতঃ মসজিদ ও 'মিশন' নির্মাণ আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি বড় অংশ। এ বিষয় সংক্ষেপে বর্তমান অবস্থা তুলে ধরছি: বাংলাদেশে জামা'তের সংখ্যা প্রায় একশ'। এর মধ্যে আছে:

১। পাকা মসজিদ শতকরা ১৯টি ২। সেমি পাকা মসজিদ শতকরা ২১টি ৩। কাঁচা মসজিদ শতকরা ৩২টি ৪। মসজিদ নাই এরূপ জামাত শতকরা ৩৩টি।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, আহমদনগর ও সুন্দরবনে মসজিদের সাথে মিশন কমপ্লেক্স আছে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এসবের সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে যে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো ৫/৭ বৎসরের পরিকল্পনা নিয়ে প্রয়োজনমত মসজিদ ও মিশন নির্মাণের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। এজন্য স্থানীয় জামাতগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সব লাযেমী চাঁদা আদায় করে যারা যত পারেন মসজিদ ও মিশন ফাণ্ডে চাঁদা দিয়ে সদকায়ে জারিয়ায় শামেল হউন এই আবেদন রাখছি। যারা নির্দিষ্ট কোন মসজিদ ও মিশনের জন্য বা যারা যে কোন মসজিদ ও মিশনের চাঁদা দিতে চান উভয়ই সাদরে গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, খোদার ফযলে আরো নতুন নতুন জামাত কায়েম হবে। সে সবের জন্যও আমাদের চিন্তাভাবনা করতে হবে। তা' ছাড়া অনেক মসজিদের বিশেষ করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদগুলোর মেরামতও প্রয়োজন।

সালানা জলসা

জামাতের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে ও ক্রমবর্ধমান করে তোলায় সালানা জলসার গুরুত্ব অপরিসীম। এবার এ পর্যন্ত ক্ষুদ্রপাড়া (ঠাকুরগাঁও) জামাতই সাফল্যের সাথে সালানা জলসা করেছে। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ন্যাশনাল সালানা জলসার পর আরো অনেক জামাত তাদের সালানা জলসা করবেন বলে আশা করি।

কর্মীদলের কথা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মূল লক্ষ্য হলো সারা বিশ্বে প্রকৃত ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। এজন্য সাধ্যমত এ জামাতের নারী পুরুষ সবাইকে তবলীগের দায়িত্ব পালন করতে হয়। সুষ্ঠুভাবে এ মহান দায়িত্ব পালন করতে হলে তালীম তরবীয়তের কাজকে অত্যাবশকীয় গণ্য করতে হবে। এসব কাজকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশে ৮ জন সদর মুরব্বী ও ৩২ জন মোয়াল্লেম আছেন। সমগ্র দেশ ও আহমদীয়া জামা'তের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটাতে এই সংখ্যা মোটেও যথেষ্ট নয়। তবু এ জামাত সুসংগঠিত হওয়ায় তুলনামূলকভাবে দিন দিন আমাদের প্রভাব বেড়ে চলেছে। আলহামদুলিল্লাহ। কর্ম প্রচেষ্টা যতই জোরদার হবে আমাদের প্রভাব ইনশাল্লাহ বেড়ে যাবে। বড়ই আশার কথা যে, 'ওয়াকফে নও' পরিকল্পনায় আমরা ৭৬ জনের নাম পেয়েছি। তন্মধ্যে ১৩ জনের সব ফরমালিটি পূর্ণ হয়েছে। বাকী ৬৩ জনের প্রসেস চলছে। উল্লেখ্য যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত এই পরিকল্পনার অধীনে বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত ৫ সহস্রাধিক শিশু ওয়াকফে নওভুক্ত হয়েছে। শৈশব থেকে ওদেরকে বিশেষভাবে তালীম তরবীয়ত দিয়ে ইসলামের জন্য একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এরা কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিলে ইনশাল্লাহ তখন ইসলামের অগ্রগতি দুর্বার হয়ে উঠবে। বস্তুতঃ এই

পরিকল্পনা বিশ্বমানবতার জন্য সুদূর প্রসারী কল্যাণ বহন করে আনবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আফ্রিকাতে আহমদীরা মুসলিম জামাতভুক্ত এ দেশের ৩ কৃতী সন্তান ইসলামের সেবা করে যাচ্ছেন। তাঁরা হলেন: ডঃ এম, এ বাতেন, অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দীন খাদেম ও ডাঃ আব্দুল্লাহ আল্ মামুন। এদেশের আর এক সুসন্তান মাওলানা মাহমুদ আহমদ অষ্ট্রেলিয়ার মিশনারী ইনচার্জ ও আমীর হিসেবে নিয়োজিত আছেন। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হবে তা হলো সংখ্যার গুরুত্ব যতই থাকুক না কেন গুণগত মান ও সুসংগঠিত হওয়ার গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক বেশী। সে জন্য আমাদের প্রত্যেক সদস্য সদস্যাকে সাধ্যমত তালীম তরবীয়ত ও তবলীগের কাজ সমাধা করার সময়ে তাক্‌ওয়ার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আমরা ওয়াকফে আরযীকে সক্রিয় ও জোরদার করে আমাদের কর্মসূচীকে সফল করার পথ প্রশস্ত করতে পারি। এদিকে আমরা এখনো পুরোপুরি মনোযোগ দিইনি। এবার সর্বজনাব শহীদুর রহমান, হাফিয উদ্দিন মাস্তান ও আবদুস সালাম, এই তিনজন সাফল্যের সাথে এ দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে সামগ্রিক কল্যাণ দান করুন।

পাবলিকেশন

বিশ্ব স্রষ্টা বিশ্ব নবীর কাছে প্রথমে যে কয়টি আয়াত নাযেল করেছেন এর দুটো আয়াত হলো: যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে উহা যাহা সে জানত না। কুরআন পাকের ৬৮ নম্বর সূরাটির নাম 'আল কলম'। বস্তুতঃ কলম হলো জ্ঞান অর্জন, প্রসার ও সংরক্ষণের প্রধান হাতিয়ার। এ সম্পর্কে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ববহ তা হলো, জ্ঞান শুধু কল্যাণ নয় অকল্যাণেরও প্রধান উৎস হয়ে থাকে। এ যামানায় বিশ্বব্যাপী চরম অবক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচুর অপ-ব্যবহার। এই অবক্ষয় রোধ করতে হলে মানুষকে ব্যাপকভাবে 'পবিত্রকরণ প্রক্রিয়া' সংক্রান্ত জ্ঞানে জ্ঞানবান করতে হবে। বড়ই আশা ও আনন্দের কথা এই যে, আল্লাহ্ এই মহান কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহরূপে প্রেরণ করেছেন। ইসলামের এই একনিষ্ঠ সেবককে আল্লাহ 'সুলতানুল কলম' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাই আমাদের প্রচারের কাজে কলম তথা পাবলিকেশনের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে এবং দেয়া হচ্ছেও। এজন্য জামাত পুস্তক-পুস্তিকা, বুলেটিন-ফোল্ডার ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে। কোন কোন সদস্যও জামাতের অনুমতি নিয়ে পুস্তকাদি ছাপিয়ে তবলীগের কাজে বিশেষ সহায়তা করে থাকেন। তাদের জন্য দোয়া করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য। এক্ষেত্রে পাক্ষিক আহমদী ছাড়া অন্যান্য প্রকাশনার তালিকা দেয়া হলো:

পুস্তক-পুস্তিকা

১। আল-ওসীয়্যত (আংশিক খরচ বহন করেছেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী। তাঁর জন্য সকলে দোয়া করবেন)

২। অযথা বিভ্রান্তি

৩। ধর্মের পুনরুজ্জীবনের দর্শন

৪। ইসলামের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

৫। রাশিয়ায় কমিউনিজমের সূর্যাস্ত ও ইসলামের নব সূর্যোদয়।

ফোল্ডার, লিফলেট ইত্যাদি

১। শুভ সংবাদ, ২। জমা নামায প্রসঙ্গে, ৩। অসভ্য ও উন্নত অসভ্য ৪। 'সত্যবাক্যের' মিথ্যা ভাষণ, ৫। বিভ্রান্তির অবসান ও গঠনমূলক কাজে অবদান অত্যাবশ্যক, ৬। খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী কে? ৭। মুসলমান কে? ৮। অমুসলিম ঘোষণার অ-ইসলামীক দাবী?

মোহতরম মোহাম্মদ ইয়ামীন সাহেব যেসব পুস্তক অনুদান হিসেবে দিয়েছেন:

১। মহাসুসংবাদ, ২। আহমদীয়াতের পয়গাম, ৩। দাজ্জাল ও তার গাধা এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ, ৪। জযবাতুল হক, ৫। ইয়াস্‌সারনাল কুরআন (বাংলা অনুবাদ সহ)

6. Gardens of the Righteous.
7. Mohammad seal of the Prophets.
8. Invitation to Ahmadiyyat.
9. The Philosophy of the Teachings of Islam.
10. Khataman Nabiyyin.

'খাতমান্নাবীঈন' ও 'আহমদীরা কি মুসলমান' ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তক 'আহমদী ও গয়ের আহমদী মে ফরক' যন্ত্রস্থ আছে। শেষের দু'টো বই শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ইনশাল্লাহ্। প্রথমোক্ত পুস্তক প্রকাশনার খরচ বহন করছেন লিবিয়ায় বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জনাব আবদুল বারী। তাঁর পরিবারের কল্যাণের জন্য দোয়ার দরখাস্ত রইল সবার কাছে। শেষোক্ত পুস্তকটির ব্যয়ভার বহন করেছেন জনাব মজহারুল হক। তিনি তাঁর অকালমৃত পুত্রের জন্য দোয়া প্রার্থী।

প্রদর্শনী

প্রচার কাজে প্রদর্শনীর কার্যকারিতা সর্বজন স্বীকৃত। এজন্য আজকাল ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীও প্রচলিত হচ্ছে। বর্তমান পরিবেশে আমাদের পক্ষে তা করা সম্ভবপর হচ্ছে না। তবে বিকল্প কিছু করার চিন্তাভাবনা হচ্ছে।

১৯৯১ সালে যারা আমাদের স্থায়ী প্রদর্শনী দেখেছেন তাদের সংখ্যা এবং তারা সমাজের কোন্ স্তরের ব্যক্তিত্ব এর মোটামুটি একটি পরিসংখ্যান দেয়া হচ্ছে : মোট দর্শক ছিলেন প্রায় সাড়ে চার হাজার। তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক ২৬০ জন, মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৮৭৭, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক সহ ছিলেন ১৭৫৭ জন, পেশাজীবীর সংখ্যা ছিল ১৫৫৪ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সংখ্যা ছিল ৫০ জন। ঢাকায় মোট দর্শক ছিলেন ২৭০০ এবং চট্টগ্রামে ছিলেন ১২৯৭ জন।

স্থানাভাবে খুলনার প্রদর্শনীটি সক্রিয় হয়ে উঠেনি।

ইদানিং আহমদনগর প্রদর্শনী কার্যকর হয়েছে। দর্শকের আগমনও শুরু হয়েছে। এ দু'টোর দর্শকের সংখ্যা শ' পাঁচেক হবে বলে অনুমান করা যায়।

সাময়িক পত্র-পত্রিকায় আমরা

খুবই খুশীর কথা যে, এ বছর সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশী স্থান পেয়েছে। নিরপেক্ষ খবরাদিও কিছু দেখা গেছে। প্রতিকূল কথা বেশী ছিল। অনুকূল কথা যে ছিল না তাও নয়। তবু আমরা খুশী কেন তা বলা দরকার। বিরুদ্ধ প্রচারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা আমাদের কাছে এই জামাত সম্পর্কে জানতে এসেছেন তাদের সংখ্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। আমাদের কথা শুনে, আচার আচরণ লক্ষ্য করে আগতদের প্রায় সবারই অনেক ভুল ভেঙ্গেছে বলে জানিয়েছেন। এটা বিরোধিতা হতে আমাদের পাওয়া বলা যায়।

বয়াতের সংখ্যা

গত তিন বছরের বয়াতের সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে জুবিলী বছরের তুলনায় এক্ষেত্রে আমরা পিছনে পড়ে আছি। অথচ আমাদের এগিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক হতো। তাই এ অবস্থায় কাংক্ষিত পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমাদেরকে বিশেষভাবে তৎপর হতে হবে। এজন্য চার 'ত' অর্থাৎ তালীম' তরবীয়ত, তবলীগ এবং তাক্‌ওয়ার প্রতি আমাদের প্রত্যেকের আরো অনেক বেশী নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। একে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে ও সহায়তা দিতে হবে। তা হলে অদূর ভবিষ্যতেই আল্লাহ চাহেত দেখতে পাবেন দলে দলে ভাই-বোনেরা প্রকৃত ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছেন।

ওয়াক্‌ফে জাদীদ

খোদার ফযলে ওয়াক্‌ফে জাদীদের কাজ ভাল হয়েছে। বাংলাদেশ ১০ম স্থান অধিকার করেছে বলে হুযূর (আই:) কাদিয়ানে গত ২৭শে ডিসেম্বরের খোৎবায় উল্লেখ করেছেন। সত্যই এটা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। আমরা যদি আরো উপরের স্থানে যেতে পারি তবে তা তো অনেক বেশী গৌরবের হবে। সেটি আরো বড় সত্য-তা উপলব্ধি করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

রিশ্‌তানাতার কাজ

১৯৯১ সালে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে ৯৩টি। এসবের মধ্যে বিবাহের সমাধা হয়েছে ৫৫টি। পারিবারিক কলহের মীমাংসা করা হয়েছে ৩টি। ১৯৯০ সনের প্রস্তাবসহ অমীমাংসিত রয়েছে ৮৩টি। বিবাহের কাজকে তরান্বিত করার করার জন্য জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া ও রিশ্‌তানাতার অতিরিক্ত সচিব জনাব আব্দু মিয়া খন্দকার সাহেব উত্তর বঙ্গের ১১টি জামাত দু'বার সফর করেন। এছাড়া খন্দকার সাহেব কটিয়াদি, তেরগাতি, গালীম গাজী, কুমিল্লা, দুর্গারামপুর, নাটাই, ও শাহবাজপুর জামাতে যান। বড়ই দুঃখের বিষয়, রিশ্‌তানাতার জেলা প্রতিনিধিদের কাছ থেকে এক বছরের কার্যক্রমের কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে তাদের সাথে স্থানীয় জামাতসমূহের আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং রিশ্‌তানাতার সেক্রেটারীগণকে বিশেষ তৎপর হতে হবে। মুরব্বী মোয়াল্লেমগণকেও এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

অডিও ও ভিডিও বিভাগ

অডিও প্রোগ্রাম

বিগত এক বছরে কতিপয় জামাত ও সদর মুরব্বী সাহেবানের মধ্যে ২৫২টি ক্যাসেট বাংলা ভাষায় কপি করে বিতরণ করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগরীতে এবং কিছু স্থানীয় জামাতের ৪৭ জন সদস্যের মধ্যে ২১৬টি অডিও ক্যাসেট ফেরৎ নেওয়ার পদ্ধতিতে প্রায় ২০০০ জন অ-আহমদীকে তবলীগ করা হয়।

ভিডিও প্রোগ্রাম

(১) ২০টি স্থানীয় জামাতে ভিডিও ক্যাসেট ইস্যু করে আনুমানিক ১০০০ জনকে প্রদর্শন করা হয়। (২) ঢাকাতে বিভিন্ন হালকার সদস্যগণ ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে তবলীগ করেছেন আনুমানিক ৮০০ জনকে (৩) ঢাকা দারুত তবলীগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও প্রতিনিয়ত তবলীগের জন্য আনুমানিক ১২০০ অন অ-আহমদী ১৪,০০০ জন আহমদীকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। সর্ব মোট দর্শক শ্রোতার সংখ্যা ১৭,০০০ জন। এতে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। এর কার্যক্রম আরো অনেক গুণ বাড়াতে হবে।

অংগ সংগঠনসমূহ

আমাদের অংগ সংগঠনগুলো: (১) মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ (চল্লিশ উর্দ্ধ পুরুষ) (২) মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০ বয়স্ক পুরুষ), (৩) মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া (৭-১৫ বছর বয়স পর্যন্ত কিশোর), লাজনা ইমাইল্লাহ (১৫ বছর বয়সের উর্দ্ধে মহিলা) এবং (৫) নাসেরাত (৭-১৫ বছর পর্যন্ত কিশোরীদের সংগঠন)। এসব সংগঠন নিজেদের প্রয়োজন মাফিক কার্যক্রম গ্রহণ করার সাথে সাথে জামাতের বৃহত্তর তাগিদে সম্মিলিত কার্যক্রমও বাস্তবায়িত করে থাকে। এসব সংগঠনের ১৯৯১ সালের কার্য-বিবরণী খুব সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে:

মজলিসে আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ

১। মজলিসের সংখ্যা ৬০টি

২। মজলিসে আমেলার মিটিং হয়েছে ৮টি।

১৯৯১ ইং ১লা নভেম্বর থেকে ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত ৬ষ্ঠ তালীমুল কুরআন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় এবং ৭ ও ৮ই নভেম্বর ১৪তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তালীমুল কুরআন ক্লাসে ২৭টি মজলিস থেকে ৫০ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন। ইজতেমায় ৫০টি মজলিস হতে মোট ১৫০ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন।

৪। মজলিসে আনসারুল্লাহ এ বছর দুটি প্রকাশনার কাজ হাতে নেয়ঃ (১) দস্তুরে এসাসী, ও (২) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কিতাব 'তাযকেরাতুশ্‌ শাহাদাতাইন'।

৫। এ বৎসর মজলিসে আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ ১৭৮৩টি তবলীগি বই-পুস্তক বিতরণ করেছে। ১১১১ জনকে মৌখিকভাবে তবলীগ করা হয়েছে। বয়াত করেছেন ৭২ জন।

৬। ২৯শে এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ ৫০০০/- টাকার দ্রব্য সামগ্রী ও ৫০০০/- টাকা নগদ দুস্থ লোকদের মাঝে বিতরণ করে।

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ

পরিসংখ্যানঃ- বাংলাদেশে বর্তমানে ৬টি রিজিওনাল ও ১৬টি জিলা ও ৯০টি স্থানীয় মজলিস রয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে হুযুর (আইঃ)এর সরাসরি নিগরানীতে যাওয়ার ফলে গত বৎসর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের কার্যক্রমের যথেষ্ট উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছে।

মজলিস পরিদর্শনঃ

নতুন গঠণতন্ত্র অনুযায়ী গত ১৫-৯-৯১ইং থেকে ১-১০-৯১ইং পর্যন্ত বাংলাদেশের সমস্ত স্থানীয় মজলিসের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সদর, নায়েব সদর, মোহ্‌তামীমগণ এবং জেলা ও বিভাগীয় কায়েদগণ বাংলাদেশের প্রায় সকল মজলিস পরিদর্শন করেন।

ত্রাণ তৎপরতাঃ

গত ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯১ইং এ দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে অগণিত প্রাণহানি এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘূর্ণি ও দুর্গত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেবের নেতৃত্বে ঢাকা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে ৪টি ত্রাণ দল ও ১টি মেডিকেল টিম এবং চট্টগ্রামের স্থানীয় মজলিসের কয়েকটি ত্রাণদল ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে। তাঁরা চট্টগ্রাম এলাকায় কয়েক লক্ষ টাকার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ঘরবাড়ী ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক সাহেব খোদ্দামুল আহমদীয়ার ত্রাণ তৎপরতা কাজের প্রশংসা করেন। বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় উক্ত ত্রাণ কার্যের খবর প্রকাশিত হয়।

গত ৭ই মে '৯১ গাজীপুরে টর্নেডো হয়ে যাবার পর ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সদস্যরা ছয় দিন যাবৎ ত্রাণ কার্য পরিচালনা করেন।

তালীম ও তরবীয়ত ঃ

বিগত বৎসর খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক তালীম ও তরবীয়তি ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। এ সব ক্লাসে কুরআন শিক্ষা, নাম্যয শিক্ষা, ধর্মীয় জ্ঞান ও মাসিক কিতাব পাঠ ও সেমিনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত ৫ই জুলাই থেকে ১৫ই জুলাই ৯১ইং পর্যন্ত ১১দিন ব্যাপী ঢাকায় কেন্দ্রীয় বার্ষিক তালীম ও তরবীয়তি ক্লাস অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়। অনুরূপ ক্লাস খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগেও অনুষ্ঠিত হয়।

সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা ঃ

গত ২৭শে মে '৯১ইং মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে "মানবতার মুক্তিদূত, বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)" এর জীবনাদর্শের উপর এক ব্যতিক্রম ধর্মী সীরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় নটরডেম কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা, বাংলাদেশে বুদ্ধ ভিক্ষু মহা সভার ভাইস প্রেসিডেন্ট ভেন এস ধম্মপাল মহাথেরো, প্রখ্যাত প্রবন্ধকার অধ্যাপক যতীন সরকার অংশ গ্রহণ করে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনীর উপর বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসার খবর ছবি সহ দেশের প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে দৈনিক আজকের কাগজ ও দৈনিক সংগ্রামে এই সভার প্রশংসা ও গুরুত্ব উল্লেখ করে প্রবন্ধ ও সহ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়।

ওয়াকারে আমল (স্বেচ্ছাশ্রম) ঃ

গত ১০ই মে থেকে ১৭ই মে, ১৯৯১ইং পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে "ওয়াকারে আমল সপ্তাহ" পালন করা হয়। এতে বাংলাদেশের প্রায় মজলিসই অংশ গ্রহণ করে। কাজের মধ্যে ছিল রাস্তা-ঘাট মেরামত কবরস্থানের সংস্কার ঘরবাড়ী মেরামত, সাঁকো তৈয়ার, ড্রেন পরিস্কার ইত্যাদি।

ঈদ পুনর্মিলন ও কর্মশালা ঃ

চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ২৬শে এপ্রিল '৯১ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ঈদ পুনর্মিলনী ও এক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে চট্টগ্রাম বিভাগের সমস্ত মজলিস অংশ গ্রহণ করে।

এশায়াত (প্রকাশনা) ঃ

গত বৎসরের শুরুতেই মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটি মনোজ্ঞ ক্যালেণ্ডার প্রকাশ করা হয়। এই ক্যালেণ্ডারটি তবলীগের কাজে পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশেও পাঠানো হয়। খোদ্দামুল আহমদীয়ার মুখপত্র "মাসিক আহ্বান" গেল বৎসর সরকারের ডিকলারেশন লাভ করে। নারায়ণগঞ্জ মজলিস 'দীনি মালুমাত ও নামায শিক্ষা' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করে। তারা 'বাগে আহমদ' পুস্তকটি পুনঃ মুদ্রণ করে। মজলিস আতফালুল আহমদীয়া বাংলাদেশ "অমর জীবনের কিছু কথা" নামে ছোটদের উপযোগী একটি পুস্তক প্রকাশ করে।

রুশ ভাষা শিক্ষা ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে গত বৎসর ঢাকা মজলিসের ১০ (দশজন) জন সদস্য রুশ ভাষা শিক্ষা গ্রহণে রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারে ভর্তি হয়েছেন।

বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায ঃ

ঢাকা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন মজলিসে নিয়মিতভাবে মাসিক বা-জামা'ত তাহাজ্জুদ নামাযের প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

খেলাধূলা ও মার্শাল আর্ট ঃ

বাংলাদেশের বিভিন্ন মজলিস খেলাধুলা প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশ ড্রাগন ক্যারাতে এসোসিয়েশন আয়োজিত কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় ঢাকা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া অংশ গ্রহণ করে।

মোখালেফাত :

ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, আহমদনগরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'তে মোখালেফাতের সময় খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যরা জামা'তের হেফাযত ও নিরাপত্তার কাজে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে।

লণ্ডন জলসা :

গত ২৬, ২৭ ও ২৮শে জুলাই, ১৯৯১ইং লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইউ, কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সালানা জলসায় সদর খোদ্দামুল আহমদীয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশের খোদ্দামগণ জলসার বিভিন্ন ক্ষেত্রে খেদমতের জন্য এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে যথেষ্ট সুনাম বয়ে আনে। ইউ, কে জামা'ত এবং হুযুর (আইঃ) বাংলাদেশের খোদ্দামের খেদমতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সর্ব ধর্ম সম্মেলন ঃ

বিগত ১লা নভেম্বর, ১৯৯১ইং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে এক অভূতপূর্ব সর্ব ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিবৃন্দ নিজ নিজ ধর্মের আলোকে বক্তব্য পেশ করেন। এতে বিচারপতি, অধ্যাপক, সাংবাদিক ও উচ্চ পদস্থ সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা সহ ৭ শত

প্রতিনিধি যোগদান করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্র-পত্রিকায় (প্রধান প্রধান ইংরেজী ও বাংলা জাতীয় দৈনিক সহ) ছবিসহ এই অভূতপূর্ব সর্বধর্ম সম্মেলনের সংবাদ প্রচার করে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে।

বয়াত ঃ

খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রচেষ্টায় গত বৎসর প্রায় ২০০ (দুইশত) ব্যক্তি বয়াত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

স্থানীয় ও বিভাগীয় বার্ষিক ইজতেমা ঃ

এ বৎসর বেশ কিছু মজলিস স্থানীয়ভাবে বার্ষিক ইজতেমা করেছে। রাজশাহী বিভাগীয় ইজতেমার প্রথম অংশ ৪, ৫ই জানুয়ারী তেবাড়ীয়াতে (নাটোর) অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিভাগীয় ইজতেমার দ্বিতীয় অংশ ৮, ৯ই মার্চ আহমদনগরে অনুষ্ঠিত হয়;

কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমায় মজলিসে শূরা ঃ

বিগত ১৮, ১৯ ও ২০শে অক্টোবর, '৯১ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর তিন দিন ব্যাপী ২০তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা ও ৮ম মজলিসে শূরা ঢাকায় অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এক বিশেষ অধিবেশনে "সদর" মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কাদিয়ানের শততম সালানা জলসা ঃ

গত ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত শততম সালানা জলসায় বাংলাদেশ থেকে প্রায় পৌণে দুইশত প্রতিনিধি যোগদান করেন, যাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন ছিলেন খাদেম। খোদ্দামগণ হুযূর (আইঃ)-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ জলসা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশ ঃ

১। বাংলাদেশে লাজনা ইমাইল্লাহর ৩৫টি সংগঠন কায়েম আছে।

২। কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলার সভা হয়েছে ৪০টি।

৩। ১৯৯১ সালে লাজনা ইমাইল্লাহর সাধারণ সভা হয়েছে ২০টি।

৪। তরজমাতুল কুরআন ক্লাসের উপস্থিতি ৩১ জন। ইমাউল্লাহকে নিয়ে মৌলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেবের শিক্ষকতায় ক্লাস আরম্ভ করা হয়। পরে মৌলানা সালেহ আহমদ সাহেবও ক্লাস নেন। পরে লাজনার সদস্যগণ নিজেরাই ক্লাস নেয়।

৫। ঢাকা বিভাগীয় বাৎসরিক ইজতেমা ১৬ই ডিসেম্বর '৯১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ৩০০ জন ইমাউল্লাহ ও নাসেরাত যোগদান করে। ইজতেমাতে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা ছাড়াও কুরআন শরীফ, নামায ও ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

৬। এ বছরে প্রেসিডেন্ট সাহেবা ছাড়া কেন্দ্রীয় নোমায়েন্দারা কয়েকটি জামাতে লাজনার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এর মধ্যে দুর্গারামপুর, বি-বাড়ীয়া ঘাটুরা, সরাইল, ধানীখোলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৭। এ বছর বহু তবলীগি লিটারেচার বিতরণ করার সৌভাগ্য হয়েছে। জুমুআর দিনে অ-আহমদী মহিলারা প্রায়ই আঞ্জুমানে চলে আসেন। তাদেরকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। আর তাদেরকে বিভিন্নভাবে তবলীগ করা হয় যেমন : পুস্তক দেয়া, প্রদর্শনী দেখানো ইত্যাদি।

৮। বদরুন্নেছা কলেজের পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ যখন আমাদের আঞ্জুমানে এসে অপেক্ষা করেন তখন তাদেরকে প্রতি বছরের মত এবারও প্রদর্শনী দেখান হয় এবং লাজনার কতিপয় সদস্যা আলোচনার সূত্র ধরে বই-পুস্তক বিতরণ করেন। তাদেরকে ভিডিও দেখান এবং নানাভাবে তাদের খেদমত করা হয়। তাদেরকে ন্যাশনাল আমীর সাহেব সহ অন্যান্য-বক্তাদের দ্বারা প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে আহমদীয়াতের পয়গাম পৌঁছান হয়।

৯। এ বছর ১৩জন মহিলা বয়াত গ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ। ২৯শে এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত লোকদেরকে লাজনার সংগঠন যথাসাধ্য টাকা-পয়সা ও কাপড়-চোপড় দ্বারা সাহায্য প্রদান করে।

১০। 'খেদমতে খালক' এর কাজও আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে লাজনা ইমাইল্লাহ যথাসাধ্য করে যাচ্ছে।

১১। এই সংগঠন সীরাতুন্নবী (সাঃ), মসীহ মাওউদ (আঃ) মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবসগুলো যথাসময়ে পালন করেছে।

১২। কুরআন শরীফ ভাল করে পড়ার ও নামাযের তরজমা শিখার জন্য প্রত্যেক লাজনা সদস্যাকে পত্র মারফত তাগিদ দেয়া হচ্ছে।

যারা চলে গেলেনঃ

নাম	জামাত	পদবী	তারিখ
মরহুম গোলাম আহমদ খান	চট্টগ্রাম	আমীর	১৫-২-৯১
মরহুমা জেসমিন বেগম	ঘাটুরা	—	২০-৩-৯১
মরহুম আনোয়ারুল হক	তেজগাঁ	যয়ীমে আলা	২৫-৩-৯১
মরহুম মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন	রেকাবী বাজার	প্রেসিডেন্ট	৭-৪-৯১
মরহুম খোদা বক্স	সুন্দরবন	—	২৮-৪-৯১
মরহুম আব্দুল মোত্তালেব	ঢাকা	—	৩১-৫-৯১
মরহুমা ফাতেমা খাতুন	কুমিল্লা	—	১১-৬-৯১
মরহুমা জোহরা খাতুন	পটুয়াখালী	—	২৩-৭-৯১
মরহুম ডাঃ আনোয়ার হোসেন	বি-বাড়ীয়া	প্রেসিডেন্ট	১-৮-৯১
মরহুম আহমদ খান	ঢাকা	—	১৬-৮-৯১

মরহুম মহিউদ্দীন আহমদ	বি-বাড়ীয়া	—	২৫-৮-৯১
মরহুম সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক	চট্টগ্রাম	—	১৯-৯-৯১
মরহুমা শারমিন আক্তার	গাইবান্ধা	—	১-১১-৯১
মরহুমা আমিনা বেগম	সুন্দরবন	—	৪-১১-৯১
মরহুম ইনামুল হক	ঢাকা	—	৯-১১-৯১
মরহুম এস, এম, ফজর আলী	সুন্দরবন	—	১১-১১-৯১
মরহুম আবদুল জাহের হাজারী	ঘাটুরা	প্রেসিডেন্ট	১ ১২-৯১
মরহুম আবুল বাশার পাটওয়ারী	চরদুখিয়া	প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট	১২-১২-৯১
মরহুমা বেগম আলীয়া খাতুন	পাবনা	—	১৫-১২-৯১
মরহুম আশরাফ হোসেন	শরিষাবাড়ী	—	২২-১২-৯১

তালিকায় হয়তো কারো নাম বাদ পড়তে পারে। দোয়াতে আমরা তাদেরকেও শামেল রাখবো। এখানে যারা জামাতের প্রতি সেবার জন্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন। তাঁরা হলেন: সর্বজনাব গোলাম আহমদ খান, আমীর, চট্টগ্রাম জামাত, আনওয়ারুল হক ময়ীমে আলা, তেজগাঁও জামাত, মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, প্রেসিডেন্ট, রেকাবী বাজার জামাত, ডাঃ আনোয়ার হোসেন, প্রেসিডেন্ট ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাত, আবদুল জাহের হাজারী, প্রেসিডেন্ট, ঘাটুরা জামাত, এবং আবুল বাশার পাটওয়ারী, প্রেসিডেন্ট, চরদুখিয়া জামাত। তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে জামাতের জন্য অবদান রেখে গেছেন। মরহুম গোলাম আহমদ খান ও মরহুম আনওয়ারুল হক আমাদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। অন্যেরাও অনুপ্রেরণার উৎস স্বরূপ ছিলেন। আমাদের মরহুম ভাই বোন সবার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের পরিবার পরিজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

উপসংহার

চরম অবক্ষয়ে জর্জরিত মানবতাকে পাক পবিত্র করে নূতন সমাজ গড়ার দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ্ নবী-রসূল প্রেরণ করেন। তাঁদের বিরোধানে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত জামাতকে ঐ মহান দায়িত্ব বহন করতে হয়। তাদেরকে প্রবল বিরোধিতা ছাড়াও ত্যাগ-তিতিক্ষার বহুবিধ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। বিরোধীরা তাদের জঘন্য আচরণ দ্বারা ইতিহাসের পাতায় নিজেদের অধঃপতনের অকাট্য প্রমাণ ও পরিমাপ রেখে যায়। অপরদিকে মোমেনগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তীদের জন্য নিষ্ঠা, পবিত্রতা এবং সাধ্য-সাধনার পরিমাপ ও উদাহরণ হয়ে থাকেন। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, আমরাও আল্লাহ্‌র অসীম করুণায় সে উদাহরণের অন্তর্ভুক্ত এবং পরবর্তীদের জন্য উৎসাহ উদ্দীপনার উৎস হয়ে থাকবো। সর্বশক্তিমান ও সর্বকরুণার আধার আমাদের সহায় হউন। আমীন।

বিনীত

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

আহমদী জামাত ও ইংরাজ প্রীতি

—আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে তন্মধ্যে একটি হল,—আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইংরাজ সরকারের প্রশংসা করেছেন, ইংরাজ সরকারকে খোদার রহমত বলেছেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে জেহাদ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এরপর বেফাসভাবে যে অপবাদটি দেয়া হয় তা হল,—আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতাকে ইংরাজ(খৃষ্টান)রাই ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য দাঁড় করিয়েছিল। অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামাতটি প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টানদের লাগান একটি বৃক্ষ বিশেষ। এটি ঈসায়ী নাসারাদের এজেন্ট। মোল্লা, মুন্‌শী, মৌলবী সাহেবেরা দিন রাত এসব কথা জনসাধারণের মধ্যে চোখ বন্ধ করে প্রচার করে চলেছেন।

আসুন, আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে একবার যাঁচাই করে দেখি।

আহ্‌মদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ঘোষণা করেন: (এক) হযরত ঈসা (আঃ) যাঁকে খৃষ্টানরা খোদার পুত্ররূপে পূজা করে এবং যাঁকে আকাশে জীবিত আছেন বলে তারা বিশ্বাস করে, তিনি স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরে মদফুন হয়েছেন। তিনি আর কখনও এই জড় জগতে ফিরে আসবে না; (দুই) শেষ যুগে যে মসীহ আসার কথা তিনি ঐ বনী ইস্রায়লী ঈসা মসীহ নন। তিনি উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি। ঈসা ইবনে মরিয়মের (আঃ) গুণে গুণান্বিত হয়ে ঈসা মসীহ খেতাব প্রাপ্ত হয়ে আগমনকারী ব্যক্তি ইমাম মাহদী (আঃ) ব্যতীত অন্য কেউ নয়। আর ঐ প্রতিশ্রুত পুরুষই হলেন তিনি স্বয়ং। তাঁর কাজ ক্রুশীয় ধর্ম বা খৃষ্ট ধর্মকে বাতিল করে তদ্‌স্থলে ইসলামকে সংস্থাপন করা। যারা ঈসা নবীকে খোদার পুত্ররূপে প্রচার করে তারাই দাজ্জাল; (তিন) তাঁর মতে ইংরেজ সরকার এবং খৃষ্ট ধর্ম এক নয়। ইংরাজ সরকার কোন ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। ইসলাম প্রচারে বাঁধা দেয় না। অতএব এই সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রের জেহাদ বৈধ নয়। তবে কলম ও তবলীগের জেহাদ করতে হবে ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে। এই জেহাদ সকল মুসলমানের জন্য ফরয। শান্তিপূর্ণভাবে, যুক্তি প্রমাণ দ্বারা, আদর্শ নমুনা পেশ করে এই জেহাদ করতে হবে। অস্ত্রের দ্বারা নয় বরং প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে। অস্ত্রের দ্বারা দেহকে বশ করা যায়, অন্তরকে জয় করা যায় না।

এখন দেখা যাক, যিনি এহেন কথা প্রচার করেছেন তিনি ইংরাজ বা খৃষ্টানের দালাল হন কিরূপে? যিনি বলেন, ইসলামই একমাত্র ধর্ম এবং মানুষের একমাত্র মুক্তির পথ।

যিনি বলেন, ত্রিত্ববাদ মিথ্যা, এর প্রচারক দাজ্জাল অর্থাৎ বহু মিথ্যাবাদী। যিনি বলেন খৃষ্টানদের অন্যতম ইলাহ বা উপাস্য যীশু মৃত্যুবরণ করেছেন। যিনি মহারাণী ভিক্টোরীয়াকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে বলেন,—"হে রাণী! তৌবা বা অনুতাপ কর! এবং সেই খোদার আনুগত্য কর, যাঁর কোন পুত্র নেই, শরীক নেই। আর তাঁর স্তুতি কর..... হে পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী, ইসলাম কবুল কর, যার ফলে তুমি রক্ষা পাবে.....আস এবং মুসলমান হয়ে যাও (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)।

এই কি খৃষ্টানের দালালীর নমুনা? এইসব কথা কি ইংরেজের শিখান? এই কথা প্রচারে ক্ষতি কার? ইসলাম না খৃষ্টধর্মের?

অপরদিকে মৌলবী মৌলানারা ইসলামের এই মহান সেনাপতির পক্ষ অবলম্বন না করে খৃষ্টান এবং ইংরাজের পক্ষ নিয়ে পাদ্রীদেরকে বলে, "হে পাদ্রী হযরতগণ! ..... আপনারা কেন (মির্যা কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে) আদালতে মামলা দায়ের করেন না এবং ওকে কেন জেলখানায় ভ্রমণ করান না (মৌলবী বাটালভীর এশায়াতুস্ সুন্নাহ, নং-১ খণ্ড ১৬, পৃঃ ৮, ১৮৯৩)। উল্লেখ্য যে, পাদ্রী হেনরী মার্টিন ক্লার্ক হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে তথাকথিত মুসলমানের মাধ্যমে মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করে যার সাক্ষী হয়ে তশরীফ আনেন মৌলানা বাটলভী। মিথ্যা মোকদ্দমায় ব্যর্থ হয়ে গভর্ণমেন্টের কাছে দরখাস্ত করা হয় এই বলে যে, আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা সরকারের হিতাকাঙ্খী নয়। ইনি দল ভারী করে বিদ্রোহ করবে এবং সরকারের বিরুদ্ধে লড়বে (ঐ, নং ১২, খণ্ড ১৬, ৩৭৬ পৃঃ)।

উল্লেখ্য যে, মৌলবী মৌলানারা যখন ইংরাজ সরকারকে আহমদী জামাত ও তার প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল তখন মির্যা সাহেব প্রতি উত্তরে সরকারকে জানালেন যে, তিনি মৌলবীদের ধারণা অনুযায়ী কোন খুনী বা অস্ত্রের জেহাদকারী মাহদী নন। তিনি প্রতিষ্ঠিত শান্তি প্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রের জেহাদ কুরআন হাদীস অনুযায়ী অবৈধ জ্ঞান করেন। তাঁর পরিবার সবসময়ই সরকারের অনুগত ছিলেন। এমনকি তারা (যারা আহমদী ছিলেন না) সরকারকে নানাভাবে সাহায্য পর্যন্ত করেছেন। যেহেতু ইংরাজ কারো ধর্ম বিশ্বাসে এবং ধর্ম প্রচারে হস্তক্ষেপ করে না। অতএব, এই সরকারের আনুগত্য করা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী সকল মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।

দুঃখের বিষয়, মৌলবীদের ভ্রান্ত প্রচারের বিরুদ্ধে নিজের সাফাই বর্ণনা করে জবাবে যা বলা হয়েছিল আজ তা ভিন্ন পরিবেশে ভিন্নভাবে পেশ করা হচ্ছে। একেই বলে ঝোপ বুঝে কোপ মারা। ইংরাজের রাজত্বকালে মির্যা সাহেব ছিলেন ইংরাজের শত্রু, আর আজ ইংরাজের অনুপস্থিতিতে তিনি হয়েছেন ইংরাজের মিত্র। আশ্চর্য!

বলি, ইংরাজ আর খৃষ্টান তো এক কথা নয়। হ্যাঁ, ইংরাজদের অধিকাংশই খৃষ্টধর্মাবলম্বী বটে। আর মির্যা সাহেব তাই ইংরাজ জাতিকে কিছু না বলে তার ধর্মকে আঘাত করেছেন।

অপরদিকে খৃষ্টানেরা বলে, যীশু মৃতকে জীবিত করেছেন, তিনি এখনও জীবিত আছেন। মৌলবী সাহেবরা বলেন, ঈসা নবী শুধু মৃতকেই জীবিত করেন নি বরং নূতন প্রাণীও সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া শয়তানের স্পর্শ থেকে আর কোন মানুষ এমনকি নবীও মুক্ত নন (অবশ্য খৃষ্টানরা বলে যীশুকে শয়তান প্রতারিত করতে চেয়েছিল)। ঈসা নবী জীবিত আর মহানবী মৃত। ত্রিত্ববাদ প্রচারকারীরা দাজ্জাল নয়। দাজ্জাল হল এক প্রকাণ্ড এক-চোখা দৈত্যের নাম। সেও মানুষকে যিন্দা (যা খোদার কাজ) করতে পারবে। আহমদীরা এসব বিশ্বাস করে না। আহমদীরা বলে মৃতকে জীবিত করার অর্থ আত্মিকভাবে যারা মৃত তাদেরকে রূহানী জীবন দান করা।

এখন বলুন তো, খৃষ্টানের বন্ধু কারা? কাদের বিশ্বাস খৃষ্টানদের অনুরূপ বরং এক ধাপ বেশী? যারা তথ্য সংগ্রহ করার ঘোষণা দিয়েছেন তারা বিশেষভাবে এ ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে আরো তথ্য সংগ্রহ করুন। যদি পারেন তাহলে তথ্য নিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে ডাকুন।

আগেই বলেছি ইংরাজ প্রীতি আর খৃষ্টধর্মের সহায়তা এক বিষয় নয়। কবি ইক-বালের খেতাব ছিল—'ইংরাজ বন্ধু' (যিন্দারুদ, ৩৯৮ পৃঃ, কবি পুত্র জাভেদ ইকবালের লেখা)। মহারাণীর মৃত্যুর পর ইকবাল লিখেন,—

মাইয়েত উঠি হ্যায় শাহকি তাজিম কে লিয়ে
ইকবাল আড়ে খাকসর রাহ গোজার হো,
সুরত ওহি হ্যায় নাম মে রাখা হুয়া হ্যায় কিয়া
দেতে হ্যায় নাম মুহররম কা হাম তুঝে।
কহতে হ্যায় আজ ঈদ হুয়ী হ্যায় হোয়া করে।
ইস ঈদ সে তো মওত হি আয় খোদা করে।
আয় হিন্দ তেরে সর সে উঠা ছায়ে খোদা।
হিলতা হ্যায় ইয়ে আরশ .. ..

ইত্যাদি, ইত্যাদি। এর অর্থ হল, সম্রাজ্ঞীর লাশ উঠেছে। যে পথে এই লাশ যাবে সে পথে হে ইকবাল! তুমি ধূলি হয়ে পড়ে থাক। নামে কি আসে যায়। আমি এই মাসের নাম মুহররম রেখেছি। বলা হয় আজ ঈদের দিন। হোক না হে খোদা, এই ঈদ না এসে যেন মৃত্যু আসে। হে ভারত! আজ তোমার মাথার উপর থেকে খোদার ছায়া উঠে গেল! যার জন্য খোদার আরশ টলে যায়।' তারপর আর কিছু দরকার আছে কি?

বাংলাদেশে মুন্‌সী মেহের উল্লাহ একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তিনি পাদ্রীদের বিরুদ্ধে তর্ক যুদ্ধ করতেন। খৃষ্টানকে মুসলমান বানাতেন। তাই বলে তিনি ইংরাজের শত্রু ছিলেন না। মহারাণী ভিক্টোরিয়া সম্বন্ধে তার বক্তব্য শুনুন:

লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণমন খুলে
চাহিছে মঙ্গল তব সবে কর তুলে।
কোটি কোটি কণ্ঠ ভবে সুতান ধরিয়া
তব স্তব গায়; তুমি ধন্যা ভিক্টোরিয়া।

(বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার, পৃঃ ৮০ পৃঃ)

হিন্দু বিধবার জন্য ইংরাজ সরকার ঈশ্বরের করুণা হয়ে এসেছিল। সতীদাহ প্রথা একক ভাবে কোন হিন্দু রহিত করতে পারত না। কোটি কোটি কণ্ঠে যে স্তব তা কার। এই প্রশংসা কীর্তনের ফলে কি মেহের উল্লাহ খৃষ্টানদের মিত্র হয়ে গেলেন? মৌদুদী সাহেব বলেছেন, "ইংরেজদের শাসনামলে এদেশে যেসব গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, তা তাদের দ্বারা এবং তাদের প্রভাবেই হয়েছে—একথা আমাদের সবাইকে স্বীকার করতে হবে। অস্বীকার করলে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে।... ... ...এসব কাজ এদেশবাসীর দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার কোন আশাই ছিল না। এজন্যই তো আল্লাহ আঠারশো শতাব্দীর মাঝখানে এদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন (ইংরাজকে এদেশে নিয়ে এলেন) তা মোটেই ভুল ছিল না (ভাঙ্গা ও গড়া, ১৭ ও ১৮ পৃঃ)। মৌদুদী সাহেবের মতে ইংরাজকে স্বয়ং খোদা এদেশে এনেছিলেন। ক্ষমতাও স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লাই দিয়েছিলেন। মৌদুদী পন্থীদের মতে তো বিলাত অর্থাৎ ইংরাজদের দেশ এককালে মুসলিম রাষ্ট্রই ছিল (পৃথিবী, মে ১৯৮৪)। আশ্চর্য! যারা বলে, কাবার হেফাযতের জন্য খৃষ্টান ও ইহুদী সৈন্য ডেকে আনা না হলে কাবা শরীফ রাজার হাত থেকে বেহাত হয়ে অন্য হাতে চলে যেত। তারাই আজ বড় গলায় আহমদী জামাতের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে বলে ইংরাজের সাহায্যেই নাকি এই জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলি, ইংরাজদের সাহায্যে সৌদীরাজ কায়েম হতে পারে, আহমদীয়াত নয়। কারণ আহমদীয়াত ইংরাজদের ধর্ম বিশ্বাসকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। ইংলণ্ডে স্থাপন করেছে ইসলামাবাদ। লণ্ডনে স্থাপন করেছে মসজিদ। ইংরাজ খৃষ্টানকে মুসলমান বানিয়ে কুরআন হাদীস শিক্ষা দিয়ে মোবাল্লেগে পরিণত করেছে। এই সব ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে একজন হলেন, বশীর আহমদ অর্চার্ড।

বশির আহমদ অর্চার্ড
(যৌবনে)

ইনি জীবন উৎসর্গ করে দীর্ঘ ৪৮ বৎসর যাবৎ ইসলাম প্রচার করে চলেছেন। তিনি সম্পাদনা করেছেন ইসলামী পত্রিকা। ইসলামী সাহিত্য তৈরী করেছেন ইংরাজী ভাষায়। খৃষ্টান পাদ্রীরা তাঁর মোকাবেলায় পরাজিত। বহু ইংরাজ আজ ইসলামের সুশীতল পতাকা তলে আশ্রয় নিয়েছেন। বিলাতে এদের অনেকের সাথেই এই লেখকের সাক্ষাৎ হয়েছে। লণ্ডনের বুকে প্রথম যে ইংরাজ আযান দেন তাঁর নাম বিলাল নেটশেল। এই সব ইংরাজ মুসলমান আমাদের ভাই। অতএব ইংরাজ মাত্রই আমাদের শত্রু নয়। খৃষ্টান হিসাবে আমাদের কাছে একজন ইংরাজ যেমন, একজন বাঙ্গালী খৃষ্টানও তেমনি। এতে জাতিগত বিভেদ নেই, বিভেদ এবং পার্থক্য হল আদর্শগত। আদর্শের মোকাবেলা অস্ত্রের দ্বারা নয়, আদর্শের দ্বারাই করতে হয়।

ইংরাজ খৃষ্টানেরা ধর্মের নামে কাউকে হত্যা করে না, কাউকে মারতে আসে না, কারো বাড়ী ঘরে আগুন দেয় না, কারো ধন সম্পদ লুট করে না। অতএব, এরা সেই সব মোল্লা থেকে শত গুণে শ্রেয়: যারা ধর্মের নামে খুন করে, আগুন লাগায়, লুণ্ঠন করে, পাথর মারে, অশান্তি সৃষ্টি করে। এহেন প্রশংসা করলে যদি ইংরাজের দালাল হতে হয় তাহলে এই দালালী একাত্তোরের দালালী থেকে সহস্র গুণে ভাল।

তাই বলে আমি বলছি না যে, খৃষ্টানরা অসাম্প্রদায়িক। খৃষ্টানদের বিরোধিতা আসে ভিন্ন কায়দায়। তারা মুসলমানকে লেলিয়ে দেয় মুসলমানের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যে যেমন তারা মুসলমানকে দিয়ে মুসলমানকে শায়েস্তা করেছে এবং করছে, ধর্মীয় ভাবেও তারা একদল মুসলমানকে লাগিয়েছে অপর দলের মুসলমানের বিরুদ্ধে। তারা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলে। তারা অস্ত্রও বিক্রি করে আবার ঔষধও বিক্রি করে। দুটিই ক্রুশীয় ব্যাপার। সেই ক্রুশের রং কখনও লাল কখনও অন্য রংয়ের। এরা যেমন ক্ষত সৃষ্টি করে তেমনি মলমও লাগায়। এই সব দাজ্জালের বাহকরা বোকা অর্থাৎ গাধা। এরা কাকে বহন করছে তা বুঝে না। কুরআনের ভাষায় 'কামাসালিল হেমার'।

জাদীদ উর্দু রিপোর্ট, বম্বে লিখেছে.—"দিল্লীর সাপ্তাহিক নয়ী দুনিয়া মন্তব্য করেছিল: যেহেতু কাদিয়ানী (তারা নিজেদেরকে আহমদী বলে) প্রচারকরা ইউরোপ ও আমেরিকায় খৃষ্ট ধর্মের শক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে আরম্ভ করেছে এবং খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের মোকাবেলায় দুর্বল হয়ে পড়ছে, সেজন্য আমাদের ধারণা পাকিস্তানের গৃহ যুদ্ধে তাদের যথেষ্ট হাত রয়েছে। খৃষ্টান মিশনারীরা চাচ্ছে, খোদ মুসলমানদের দ্বারা কাদিয়ানী ফের্কাকে এমন দুর্বল করে দিতে হবে যাতে তাদের মধ্যে খৃষ্টানদের মোকাবেলা করার শক্তি না থাকে। খৃষ্টান মিশনারীরা অর্থের জোরে সব রকমের ফন্দি ফিকির করছে, আর মুসলমানরা জানেই না যে, এর নীচে ষড়যন্ত্রের বারুদ কে রেখে দিয়েছে (২৬শে জুন, ১৯৭৪ইং)। কী সঠিক মূল্যায়ন! দৈনিক জাদীদ আরও লিখেছে, "আহমদী জামা'ত যখন ইউরোপ বা আফ্রিকায় তবলীগের কাজ সম্পাদন করে তখন পাকিস্তানে খৃষ্টান জগত স্বয়ং মুসলমানদের দ্বারা আহমদী জামা'তের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা শুরু করে দেয় (উর্দু রিপোর্ট, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮৪ইং)। পাকিস্তানের জনৈক খৃষ্টান নেতা পিটার গুল ২/১২/৮৩ তারিখে লাহোর হাই কোর্টে এক রীট পিটিশন করে দাবী করেছিল আহমদীদের কবল থেকে খৃষ্টান সম্প্রদায়কে যেন রক্ষা করা হয়। সরকার যেন আহমদীদেরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে তাদের যাবতীয় বই যেন বাজেয়াপ্ত করা হয়, সকল কেন্দ্র এবং উপাসনালয় যেন বন্ধ করে দেয়া হয় (দৈনিক ইমরোজ, ২২শে জুন ১৯৮৪)। খৃষ্টান নেতা চৌধুরী সলিম আখতার প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন জানান আহমদীদের সকল বই বাজেয়াপ্ত করে যেন আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় (দৈনিক জং—১লা মে, ১৯৮৪)। পাকিস্তান সরকার যখন পার্লামেন্টে আইন পাশ করে আহমদীদেরকে রাজনৈতিকভাবে অমুসলমান ঘোষণা করে তখন খৃষ্টানরা আনন্দ উল্লাস করে

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে মোবারকবাদ জানিয়ে বলে, "এর দ্বারা শুধু মুসলমানদেরই হৃদয় জয় করা হয় নি বরং সংখ্যা লঘুর (খৃষ্টানদের) অন্তরও জয় করেছেন (রাওয়ালপিণ্ডি, ২০শে এপ্রিল, ৮৪)। মোল্লা মৌলবীদের খুশী আর খৃষ্টানদের খুশী কি একই কারণে নয়? ফার্সীতে বলে, দানা দুশমন, নাদান দোস্ত—অর্থাৎ বুদ্ধিমান শত্রুও ভাল বেওকুফ বন্ধুর চাইতে। আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণাকারী ভুট্টোর স্ত্রী নুসরত হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের গলা জড়িয়ে দীর্ঘরাত পর্যন্ত নৃত্য করেছেন। যার ছবি দেখুন দৈনিক বাংলার ১৯শে মার্চ, ১৯৭৫ সংখ্যায়। সম্প্রতি পাকিস্তানের ধর্মীয় নেতা মৌলানা সামি-উল হক সিনেটর যৌন কেলেঙ্কারির জন্য আইডি-এর ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ থেকে ইস্তেফা দিয়েছেন। তাহিরা নামে এক দামী বেশ্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক ধরা পড়ে। মৌলানা সাহেব জামায়াতে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি (খবর, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৯১)।

ভুট্টো কন্যা বেনজীর পাকিস্তানকে একটি অরাজক ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করেছেন। (আজকের কাগজ, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৮) প্রখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা শওকত হায়াত খানের কন্যা বেনজীরের বান্ধবী ফারহানা হায়াতকে সম্প্রতি গণ ধর্ষণ করা হয়েছে। নবাবযাদা নসরুল্লাহ খান বলেছেন, "পাকিস্তান অরণ্যের যুগে ফিরে গেছে, যেখানে শাসকরা সব জানোয়ারের ভূমিকায়। বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠ পোষকতায় যেখানে ধর্ষণ হয় তার নাম পাকিস্তান। বর্তমানে এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, সে নিজেকে পাকি-স্তানী নাগরিক ভেবে গর্ববোধ করতে পারে (দৈনিক ভোর, ২৭/১২/৯২)। এই হল তথা কথিত ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান। এই পাকিস্তানের আইনে আহমদীরা অমুসলমান। হ্যাঁ, এই পাকিস্তানের মোল্লারা এখন বাংলাদেশে তাদের সংগঠনের শাখা স্থাপন করে এদেশের আহমদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাচ্ছে। সকল ধর্মের এবং সকল দলের লোকের মিলিত রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে তারা পাকিস্তানী আইন জারী করতে চায়। বাংলাদেশকে তারা পাকিস্তানের মত ইসলামী রাষ্ট্র বানাতে চায়। ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের অবস্থা আমরা সেখানকার নেতাদের বক্তব্যে জানতে পেরেছি। ডক্টর মোহাম্মদ শহীদউল্লাহ মোল্লা রাষ্ট্রের একটা চিত্র অঙ্কন করে বলেছিলেন, মোল্লা রাষ্ট্রে অবশ্য প্রত্যেক সন্ধ্যায় একটি বালিকা যুবতী বিবাহ করিয়া সকালে তালাক দেয়া চলিবে, যত গণ্ডা ইচ্ছা হয় উপপত্নী রাখা যাইবে, গরু ছাগলের মত দাস দাসী বেচা কেনা সিদ্ধ হইবে, যুদ্ধের বন্দিনী নারীর সহিত তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহবাস করা হালাল হইবে। যুদ্ধের বন্দী দিগকে হত্যা করা নিয়ম হইবে, কাহারও সুন্দরী স্ত্রীর উপর নযর পড়িলে স্বামীর নিকট হইতে জোর জবরদস্তি করিয়া তালাক লওয়াইয়া বিবাহ করা সিদ্ধ হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি (ইসলাম প্রসঙ্গ, ৬০ পৃঃ) ইসলামের নামে পাকিস্তান আজ মোল্লা রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। সে দেশে যা ঘটছে তাতে শুধু মোল্লা রাষ্ট্রই নয়, পশু রাষ্ট্রেও রূপান্তরিত হয়েছে।

লাহোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক আফাকের সম্পাদক লিখেছেন, "পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোন ইসলামী সরকার ও ইসলামী দর্শন কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যা লঘু আখ্যায়িত করে নি।..... পাকিস্তানে তাদের (আহমদীদের) বিশ্বস্ততা, যোগ্যতা ও পারদর্শিতার মোকাবেলায় কেউ নেই।.....(এই) সম্প্রদায়ের মহিলারা অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্র ও নেক চাল চলনের অধিকারীণি, সহানুভূতিশীল, ভদ্র, সুশিক্ষিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পরিশ্রমী। ৪৩ বৎসরের পাকিস্তানের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা নাই যে, কোন মির্যায়ী (কাদিয়ানী) মেয়ে লোককে কোন জায়গায় পুলিশ অপকর্ম অথবা ব্যভিচারের দায়ে অথবা অন্য কোন অপরাধে আটক করেছে।.....পাকিস্তানে আজ পর্যন্ত কোন মির্যায়ীকে ঘুষ অথবা অন্য কোন বিশৃংখলার দায়ে গ্রেফতার করা হয় নি। এটি কি কোন সম্প্রদায়ের সততার জন্যে যথেষ্ট নয়? (এর পর লিখেছেন) মৌলবীদের নিজস্ব চেহারা কি? চাল চলন কি?.....তাদেরকে এই অধিকার কে দিয়েছে যে, যাকে ইচ্ছা কাফের বানিয়ে দিক আর যাকে ইচ্ছা মোমেন (আফাক, ১২ই মে ১৯৯১)। পাকিস্তানের মত ইসলামী রাষ্ট্র কারো কাম্য হতে পারে না। কোন মোল্লা রাষ্ট্র কায়েম হোক তাও কেউ চায় না। আমরা চাই মহানবীর (সাঃ) মৌলিক ইসলাম। আর সেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক খিলাফতের মাধ্যমে।

মৌলবী সাহেবরা দোয়া করেছিলেন, "হে খোদা, তুমি সর্বদা (ইংরাজকে) শাসন ক্ষমতায় কায়েম রাখ (দেওবন্দ ভ্রমণ ও তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)। অপর দিকে আহমদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা ভবিষ্যদ্বাণী করে ছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার শক্তি হারিয়ে ফেলবে। (তাযকেরা, ৫৮৪ পৃঃ)।

সব শেষে বলি, আমরা মোল্লা মার্কা ইসলাম চাই না, পাকিস্তানী, সৌদী, ইরানী ইসলামও চাই না। আমরা বিশ্বাস করি না যে, কোন পার্লামেন্ট কাউকে মুসলমান বা অমুসলমান বানাতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি না কোন রাজনৈতিক দলের ইসলামে। আমরা কোন ফির্কা বাজীতে বিশ্বাস করি না। মুসলিম প্রধান দেশে হরতাল, সভা, মিসিল, হাঙ্গামা করে ইসলাম কায়েম করা যায় না। অমুসলমানদের কাছে প্রেম, প্রীতি, সেবা ও আদর্শের মাধ্যমে আমরা ইসলাম প্রসারে বিশ্বাসী। ইংরাজ আমাদের শত্রু নয়। ভারতীয় জাপানী, মার্কিন, কাফ্রি কেউ আমাদের শত্রু নয়। মানুস হিসাবে সবাই আমাদের ভাই। তবে আমরা অন্যায়, অত্যাচার, মিথ্যা ব্যভিচারের শত্রু।

সবার জন্য ভালবাসা কারো জন্যে ঘৃণা নয়,
পাপকে আমরা করি ঘৃণা পাপীকে নয়।
মানুষ মোদের স্বগোত্রীয়, সব দেশেতে ঘর,
মানবতার জয় হোক, নয়তো কেহ পর।

একজন বুযুর্গ দরবেশের একটি ঈমান বর্ধক পত্র

অনুবাদক : মাওলানা আলহাজ্জ আবদুল আযীয সাদেক,
সদর মুরব্বী

সকলকে বর্জন কর, খলীফাকে অবলম্বন কর

হযরত ভাই আবদুর রহীম কাদিয়ানী সাহেবের একটি ঈমান বর্ধক পত্র পাক্ষিক আহমদী'র পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের জন্য উপস্থাপন করা হল। হযরত ভাই আবদুর রহীম কাদিয়ানী সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একজন অতি উচ্চাঙ্গের বুযুর্গ ছিলেন। তিনি উপমহাদেশ বিভাগের কিছু পরে কাদিয়ান হতে তৎকালীন নাযের খিদমতে দরবেশান হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের নামে একটি পত্র লিখেন যা আজও পুনঃ প্রকাশের দাবী রাখে এবং বর্তমান কালের আহমদী ভাইদেরকে ঐ সব বুযুর্গদের নিকট হতে কল্যাণ ও আশীষ লাভের আহ্বান জানায়। তিনি এমন একজন আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এবং অন্যান্য অনেক বুযুর্গই সব সময় তাঁকে ইস্তেখারা ও দোয়া করার জন্য বলতেন। তাঁরও আসলে আল্লাহ্‌তা'লার সঙ্গে এমন উজ্জ্বল ও প্রগাঢ় এবং যিন্দা সম্পর্ক ছিল যে, প্রত্যেক জটিল সমস্যার সমাধান এবং উত্তর তাঁকে অতি ত্বরিৎ ও স্পষ্টভাবে জানানো হতো। খোদা করুন বর্তমান কালের আহ্‌মদী ভাইদের মধ্যেও ব্যাপক সংখ্যায় আল্লাহতা'লার সাথে এইরূপ ব্যক্তিগত উজ্জ্বল ও প্রগাঢ় সম্পর্ক স্থাপনকারী লোক সৃষ্টি হউক। সেই পত্রটি এই :

بسم الله الرحمن الرحيم ٥

نحمده ونصلى على رسوله الكريم - وعلى عبده المسيح الموعود

হযরত মোহতরমী হুব্বী ফিল্লাহ মিঞা সাহেব সাল্লামাহুল্লাহুতালা

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

১৯৪৭ সালের বিপর্যয়ের মধ্যে যখন অবস্থা বেশী সংকটাপূর্ণ হতে চললো এবং কিছু আহমদী বন্ধু-বান্ধবও কাদিয়ান হতে বিদায় নেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল, তখন আমি অত্যধিক চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে, দারুল কুফর (কুফরের গৃহ) ছেড়ে কাদিয়ান চলে এসে ছিলাম ; এখন আর কোথায় যাব ? তখন আপনি আমীর ছিলেন। আমি এখান থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে কিছু বলার জন্য আপনার নিকট কখনও প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হইনি। হয় তো চিঠি লিখে অথবা মৌলভী ফযলুদ্দীন উকিল সাহেবকে পাঠিয়ে আপনার মতামত জানার চেষ্টা করেছি ; তাই যেহেতু নেক লোকদের বুদ্ধি-বিবেকে আল্লাহ্‌র নূর বিদ্যমান

থাকে সেহেতু আপনি এই পরামর্শই দিয়েছেন যে, আপনি যাবেন না। পরে যখন অবস্থার খুবই অবনতি ঘটলো এবং এই আদেশ দেয়া হল যে, যুবতী মেয়েরা, বৃদ্ধ পুরুষরা এবং বৃদ্ধা মহিলারা চলে যান; তখন আমি পরম উদ্বিগ্ন হয়ে দোয়া করলাম, সেই মুহূর্তে আমার জিহ্বায় এই শব্দগুলি উচ্চারিত হল যে,

'قادیان سے جانا شوئی قسمت ہے'

অর্থাৎ 'কাদিয়ান থেকে চলে যাওয়া দুর্ভাগ্য'। আমি আমার স্ত্রী (মরহুমা)কে বললাম, 'তোমরা চলে যাও, আমি যাব না; জানিনা কত কষ্ট হবে'। তিনি উত্তরে বললেন, 'আপনি না গেলে আমিও যাব না'। তখন আমি মৌলভী ফযলুদ্দীন সাহেবকে আপনার নিকট এ বলে পাঠালাম যে, এখন অবস্থা এরূপ দাঁড়িয়েছে। মৌলভী সাহেব ফিরে এসে আমাকে জানালেন, এরূপ অবস্থায় আপনাকে মিয়া সাহেব অনুমতি দিয়েছেন। বিষয়টি পরিষ্কারই ছিল যে, কাদিয়ানে থাকাতেই সৌভাগ্য ছিল; আল্লাহ্‌তা'লা নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নাজুক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্ত্রীকে এবং পাঁচটি যুবতী কন্যাকে নিয়ে আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে সীমানা পার হয়ে গেলাম অবশ্য পরে তাঁরই আশীর্বাদে আমি একা পুনরায় কাদিয়ানে ফিরে আসার তৌফীক পাই। কিন্তু প্রথমে কাদিয়ান হতে চলে যাওয়ার ঘটনাটি এখনও মনে অত্যধিক পীড়া দেয়। ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৫১ সালে আমার ছেলের চিঠি আসে যে, আমি আপনার দোয়ার বরকতে মেজর হয়েছি। আমি তাকে লিখেছি, আপনি সন্তান-সন্ততির পিতা, আপনার রিয্‌কে স্বচ্ছলতা অবশ্যই আনন্দের বিষয়; কিন্তু আমি পরম আনন্দ তখন পাব যখন আপনি আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি সহ জান্নাতুল ফিরদৌসে প্রবেশ করবেন। পুণ্য কর্মে আদৌ গাফিল হবেন না। আল্লাহ্‌র ফযলে আমি ভালই আছি তবে মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতা অনুভব করি (এই সময়ের মধ্যে আমার দীর্ঘ দিনের চিরসঙ্গিণী ও হিতৈষিণী স্ত্রী পাকিস্তানে মারা গিয়েছে); কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ সহায়তা আছে বলে আনন্দই আনন্দ। আল্লাহ্‌তা'লা যেহেতু পরম প্রজ্ঞাময়, তাই তিনিও সৃষ্ট পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সততা ও বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠায় কিছুটা খাদ লক্ষ্য করে আজ রাত্রের সাড়ে তিনটার দিকে ইরশাদ করলেন:

'سب کو چھوڑ - خلیفے کو پکڑ'

অর্থাৎ সবকিছু বর্জন কর—খলীফাকে অবলম্বন কর

প্রত্যেক কাজ আরম্ভ করার পূর্বে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় এবং পরে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজে নিয়োজিত করতে হয়। ইহা তাঁরই বিশেষ ফযল যে, তিনি এই শব্দগুলি ব্যক্ত করে অনেক তথ্য দ্বারা উপকৃত করেছেন। যেহেতু তিনি পবিত্র এবং পবিত্রকেই গ্রহণ করেন, এইজন্য তিনি সাবধান করে দিয়েছেন যে, সবকিছুই বর্জন কর। কোন ক্রমেই এরূপ ধারণা লেশমাত্রও সৃষ্টি হতে দিও না যে, কাদিয়ানে বাস করা কোন ক্ষেত্রেও মনো-

কষ্টের কারণ হতে পারে। দৈহিকভাবে তো আত্মীয়-স্বজন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং সামান্য প্রিয়জন ও বন্ধু-বান্ধবগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং সেই অস্তিত্বও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন যাঁকে দেখার জন্য ..... এই স্বপ্নের পরে আমার ঈমান অনেক মজবুত হয়ে গেছে। এবং আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আইয়াদাহুল্লাহোতা'লার রেডিওর মাধ্যমে সম্বোধন করার মর্ম হল এই যে, আহমদীয়াত পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিস্তার লাভ করবে, এবং সূরা ফাতেহার তেলাওয়াত দ্বারা এই বুঝাচ্ছে যে, ইসলাম সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ করবে।

এই হ'ল উল্লিখিত পাঁচটি কারণ যেগুলিকে ভিত্তি করে আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি। দুনিয়া পথ ভ্রষ্টতার অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই পথভ্রষ্টতা ও অন্ধকারকে কেবল আহমদীয়াতের নূরই দূর করতে পারবে। এই অন্ধকারে দিশেহারা প্রত্যেক ব্যক্তি আধ্যাত্মিক খাদ্য ও পানীয় হাসিল করার জন্য ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। এমতাবস্থায় আহমদীয়াতই নিঃসন্দেহে তাদের জন্য এমন এক ঝরণা যা হ'তে তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারবে। আমি দোয়াও করছি এবং আশাও রয়েছে বরং দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে যে, আজ না হয় কাল অবশ্যই দুনিয়া নিজ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করার জন্য এই ঝরণার দিকে ধাবিত হবে। হে খোদা! তুমি এইরূপই কর।

আহমদী বার্তা

নববর্ষের শুভেচ্ছা

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এদিনে আমাদের দোয়া—১২ কোটি বাংলাদেশী যেন যুগ-ইমামকে চিনে সঠিক হেদায়াত পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে।

আহমদী ব্যবস্থাপনা

দোয়া কামনায়

মোহতরম ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ম তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জনাব আব্দুল আদেল খান চৌধুরীর বিয়ে উপলক্ষ্যে ২ খানা কুরআন মজীদ বিতরণ করেন এবং ৫ ব্যক্তির নামে পাক্ষিক আহমদী পত্রিকা জারী করিয়ে দেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং ছেলের বিয়েকে সকল দিক থেকে বরকতমণ্ডিত করুন।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, ৯-৪-৯২ তারিখ ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী জনাব এস, এম শহীদ সাহেবের কন্যা মোসাম্মৎ ফারযানা শহীদ (শীলা)-এর সাথে ১,০০০,০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা দেন মোহর ধার্যে উপরোক্ত বিয়ে সু-সম্পন্ন হয়। এ বিয়ের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী।

সংবাদ

একটি দোয়ার তাহরীক

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) তাঁর ১৮-৩-৯২ তারিখের পত্রে বাংলাদেশের সকল আহ্‌মদী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে নিম্নলিখিত দোয়া বেশী বেশী পাঠ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন :

وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا

(ওয়াজ্‌ আল্‌লী মিল্লাদুন্‌কা সুলতানান্নাসীরা)

অর্থ : আর তোমার সন্নিধান থেকে আমার জন্যে পরম সাহায্যকারী ক্ষমতা দান করো। (১৭:৮১)

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর বেগম সাহেবা আর এ ধরাধামে নেই !

অত্যধিক আফসোস এবং গভীর মর্ম বেদনার সাথে জামা'তের সকল বন্ধুকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' আইয়াদাহোল্লাহোতা'লা বেনাসরেহিল আযীযের বেগম সাহেবা হযরত সায়্যেদা আসেফা বেগম ২রা ও ৩রা এপ্রিলের ১৯৯২ এর মধ্যবর্তী রাত্রে এই নশ্বর জগৎ ত্যাগ করে অবিনশ্বর জগতের পানে পাড়ি দিয়েছেন।

আল আয়নো তাদমাউ ওয়াল কালবো ইয়াহযোনো ওয়ালা না কুলো ইল্লা মা ইয়ারযা বেহী রাব্বানা—ইন্নালিল্লাহে······রাজেউন।

অর্থাৎ চক্ষু অশ্রুসিক্ত আর অন্তর ভারাক্রান্ত। যাতে আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট আছেন আমরা তাই বলি, অবশ্যই আমরা আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাব।

স্বাক্ষর—নসীর আহমদ কমর
প্রাইভেট সেক্রেটারী
হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

বেগম সাহেবার ইন্তেকালের খবর পেয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের আহমদীদের তরফ থেকে ফ্যাক্‌স মারফত হুযুর (আইঃ)-এর নিকট নিম্নলিখিত শোকবার্তা পাঠানো হয় :

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যবৃন্দ ৩রা এপ্রিল '৯২ বাদ জুমুআ কেন্দ্রীয় মসজিদে এক যিক্‌রে খায়ের সভায় মিলিত হয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর বেগম আসেফা সাহেবার দুঃখজনক অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও মর্মবেদনা প্রকাশ করে এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে :

'আমরা আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সদস্যবৃন্দ হযরত বেগম সাহেবার দুঃখজনক অকাল মৃত্যুর খবর শুনে গভীরভাবে শোকাভিভূত ও মর্মাহত। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর বিদেহী আত্মার উপর অফুরন্ত আশীষ বর্ষণ করুন আর তাঁকে দান করুন জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মোকাম। আল্লাহ্‌তা'লা হুযুর (আইঃ) এবং মরহুমার পরিবারের সকলকে এ বিরাট ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দান করুন।

আল্লাহুমাগ্‌ ফিরলাহা ওয়ারহাম্‌হা ওয়াদখিল্‌হা ফি জান্নাতেন নাঈম—হে আল্লাহ্‌, তাঁকে ক্ষমা করো, তাঁর প্রতি করুণা করো, আর তাঁকে প্রবিষ্ট করো সুখদ জান্নাতে''।

স্বাক্ষর—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

বিঃ দ্রঃ—এখানে উল্লেখ থাকে যে, গত ৪ঠা এপ্রিল বাদ মাগরেব দারুত তবলীগ মসজিদে মরহুমার উদ্দেশ্যে গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করা হয়। প্রত্যেক জামা-তকে গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করতে এবং সম্ভব হলে শোক প্রস্তাব নিয়ে হুযুর (আইঃ)-এর নিকট পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এর একটি কপিও যেন এখানে পাঠানো হয়।

খোদাতা'লার আশীষ ও অনুগ্রহের বহিঃ প্রকাশ জামাতে আহমদীয়ার অগ্রগতির পথে নূতন মাইল ফলক। ইউরোপে হুযুর (আইঃ) জুমুয়ার খুতবা ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার

১৯৯২ সনের ১৩ই জানুয়ারী জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাসে একটি অতি উজ্জল দিন ছিল কেননা সেদিন প্রথমবার জামা'তে আহমদীয়ার খলীফার জুমুআর খুতবা ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে সারা ইউরোপ মহাদেশে টেলিভিশনে দেখানো হয় এবং শুনা যায়। এ ধারা এখন অব্যাহত থাকবে।

হুযুর (আইঃ) উল্লেখ করেন যে, এই খোতবা রাশিয়ার পূর্বাঞ্চল (ব্লাডিভষ্টক) থেকে আরম্ভ করে ইউরোপের সর্ব পশ্চিমের অঞ্চল, উত্তরে নরওয়ের উত্তর এলাকা থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে স্পেনের দক্ষিণ এলাকা জীব্রাল্টার পর্যন্ত এই খোতবা দেখা এবং শুনা যাচ্ছে। হুযুর বলেন যে, আজকের দিনটি আমরা অত্যন্ত আবেগাপ্লুত। জামা'ত এমন একটি সম্মানে ভূষিত হয়েছে আজ যা পৃথিবীর সকল শক্তি সম্মিলিত ভাবেও ছিনে নিতে পারবে না। এই সৌভাগ্য যার ভাগ্যে এসেছে বা যাকে এই সৌভাগ্যে সৌভাগ্যমণ্ডিত করা হয়েছে দুনিয়ার সকল শক্তিধর রাজত্ব সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলেও ইহাকে ছিনে নিতে পারবে না। হুযুর দোয়া করেন যেন এই ধারা পুণ্যাত্মাদের জন্য উপকারী হয়। দূরত্ব যেন কমে যায় এবং যাদের অন্তর্দৃষ্টি দেয়া হয়েছে তারা শুধু শুনবেই না বরং দেখবেনও। তারা তুলনা করবেন যে, পূর্বে তাদের কি শুনানো হয়েছে আর এখন কি বলা হচ্ছে।

হুযূর বলেন, এই পদক্ষেপ দ্বারা যদি একজন লোকও হেদায়াত পায় তা হলে ইহা আমাদের জন্য একান্ত আনন্দের দিন হবে।

খোদাতা'লার আশীষ, কৃপা ও অশেষ অনুগ্রহকে স্মরণ করে সকল আহমদী বিনত মস্তকে খোদার দরবারে সেজদারত যে, তিনি চতুর্থ খলীফার যুগে আমাদেরকে উন্নতির এই মহা মাইল ফলক দেখালেন। ধরা পৃষ্ঠে আজ খোদার নামকে সুউচ্চ করার নিমিত্তে অন্য কোন জামাত নেই যারা যোগাযোগের মাধ্যমে নূতন বৈজ্ঞানিক পন্থা এত উত্তমভাবে ব্যবহার করছে। খোদাতা'লা শুধু স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের এই দিনটি দেখালেন। আমরা দোয়া করছি যে, এই যোগাযোগ শুধু ইউরোপে নয় বরং ইউরোপ থেকে বেরিয়ে ইহা যেন এশিয়া, আফ্রিকা এবং সমগ্র আমেরিকাকে ঘিরে ফেলে এবং সমগ্র দুনিয়াতে জামা'তে আহমদীয়ার খলীফার খোতবা শুনা ও দেখা সম্ভব হয়।

(২৯-৩-৯২ তারিখের দৈনিক আল ফযল পত্রিকার সৌজন্যে)

সীরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২০-৩-৯২ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুয়া সুন্দরবন মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া এক সীরাতুন্নবী জলসার আয়োজন করে। নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে শেখ মোহাইমেন, জি এম, রবিউল ইসলাম (আন্নু), এস, এম, আরিফুর রহীম (আরিফ), জি, এম, আলমগীর হোসেন, মোহা : মুসফিকুস সোলেহীন (হাফিজুর) ও জি, এম, ফিরোজ আহমদ (বাপ্পি)। মোহাম্মদ মজিবুল ইসলাম

মোয়াল্লেম

বিভিন্ন জামাতে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

সুন্দরবন

গত ২রা ও ৩রা মার্চ '৯২ সুন্দরবন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ১১তম সালানা জলসা বাংলাদেশ ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। এরপর নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর বক্তৃতা দান করেন যথাক্রমে জনাব শেখ জোনাব আলী—হিন্দু ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন, জনাব জাকিউদ্দীন নয়মনসিংহ—সাদাকাতে মসীহ মাওউদ (আঃ), জনাব কে, এম মাহমুদুল হাসান, কায়েদ ঢাকা বিভাগ—নৈতিক অবক্ষয় ও উহার প্রতিকার এবং খতমে নবুওয়তের সঠিক তাৎপর্য—জনাব আবদুল আওয়াল খাঁন চৌধুরী, সদর মুরব্বী।

দ্বিতীয় অধিবেশনের বক্তারা হলেন জনাব শেখ ওয়াহেদ, মোয়াল্লেম, কাফুরীয়া—ঈসার মৃত্যুতে ইসলামের জীবন, খাকসার—খিলাফতের গুরুত্ব, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ—জনাব আলহাজ্জ তাবারক আলী, একই ধর্ম যুগে যুগে জনাব—শেখ জোনাব আলী, এবং মহা নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনে সবুর ও স্থৈর্য—জনাব আঃ আওয়াল খান চৌধুরী

সদর মুরুব্বী। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন, চেয়ারম্যান জলসা কমিটি। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। এ ছাড়া উভয় দিন লাজনা ও খোদ্দাম এবং আনসারদের নিয়ে পৃথক দুইটি অধিবেশন করা হয়। এতে উপরোল্লিখিত বক্তা ছাড়াও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দান করেন জনাব শহিদুর রহমান (ঢাকা) ও জনাব আব্দুস সালাম কুমিল্লা। এবারের জলসায় উপস্থিতি আহমদী ৭০০ জন, গয়ের আহমদী আনুমানিক ৩০০ জন ও হিন্দু ১৫০ জন। এ ছাড়া অনেকেই দূরে দাঁড়িয়ে জলসা শুনেছেন। দুইজন খাদেম বয়াত করেছেন।

খাকদন জামাত

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খাকদানের ১১তম সালানা জলসা গত ১৭-২-৯২ তারিখ রোজ সোমবার আহমদীয়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তৃতার বিষয় ও বক্তারা হলেন : হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ—জনাব তসলিম মিয়া, নামাযের গুরুত্ব—জনাব আবুল হাসেম মিয়া, আমি কেন আহমদী হলাম এবং কি পেলাম—জনাব মাহফুজুর রহমান, বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে আমাদের কর্তব্য—জনাব আবদুল বারী। চাঁদার গুরুত্ব ও ইতায়াতে নেযাম—মৌঃ নাসের আহমদ আনসারী, বেদ পুরানে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও নাজাতের পথ—মৌঃ আবুল কাসেম আনসারী, ঈসা (আঃ) কোথায়?—মৌঃ হাফেজ সেকান্দর আলী, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা—আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক ও মোকামে খাতামান নবীঈন (সাঃ)—মৌঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান। উক্ত জলসাতে কয়েক জন লাজনা এবং অ-আহ্‌মদী সহ মোট ১২৫ জন লোক উপস্থিত ছিলেন।

জলসা শেষে ২জন বয়াত গ্রহণ করেন।

কুকুয়া জামাত

আল্লাহর বিশেষ ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কুকুয়ার ৫ম সালানা জলসা গত ১৯-২-৯২ইং তারিখ রোজ বুধবার আহমদীয়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তৃতার বিষয়বস্তু হলো যথাক্রমে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ,—জনাব তসলিম মিয়া, মূর্তিপূজা—জনাব কাঞ্চন আলী হাওলাদার, আমি কেন আহমদী হলাম এবং কি পেলাম—জনাব রুস্তম আলী খলীফা, বেদ পুরানে মোহাম্মদ (সাঃ) ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা—মৌলবী আবুল কাশেম আনসারী, ওফাতে ঈসা (আঃ)—আলহাজ্জ আব্দুল আযীয সাদেক, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শান—হাফেয সেকান্দর আলী বিরোধীদের বিভিন্ন আপত্তির খণ্ডন—জনাব আলী আহমদ মাষ্টার

উক্ত জলসাতে কয়েক জন লাজনা এবং অ-আহমদী সহ মোট ৮০ জন লোক উপস্থিত হন।

এ ছাড়াও মাষ্টার আলী আহমদ ও জনাব আব্দুল বারী সাহেবের বাড়ীতে ঘরোয়া জলসার আয়োজন করা হয়।

নাসের আহমদ আনসারী, মোয়াল্লেম
খাকদন ও কুকুয়া জামাত

তবলীগি প্রোগ্রাম

বিশেষ তবলীগি প্রোগ্রাম গ্রহণ করেন নিম্নলিখিত জামাত। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের এ কোরবানী কবুল করুন এবং উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন :

১। কুমিল্লা জামাত (৩রা জানুয়ারী, ১৯৯২)

২। চান্দপুর চা বাগান ও জামালপুর জামা'ত (২রা মার্চ, ১৯৯২)। অংশ গ্রহণকারীরা হলেন মৌঃ তৌহিদুল ইসলাম, মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের, জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জনাব তারেক আহমদ চৌধুরী ও জনাব তৌকিক আহমদ চৌধুরী।

শুভ বিবাহ

গত ১০-২-৯২ইং রোজ সোমবার বাদ মাগরেব ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে ক্রোড়া জামা'তের মোহাম্মদ আবদুল হাদী ভূঞা সাহেবের ১ম পুত্র মোহাম্মদ আফজাল হোসেন ভূঞা (এল এল, বি ১ম বর্ষ) এর সহিত তেবাড়ীয়া জামা'তের হামজা আমীর আলী সাহেবের ১মা কন্যা মোসাম্মাৎ সামিয়া খাতুন (বি, এ, ১ম বর্ষ) এর সহিত ৩০,০০১ টাকা দেন মোহরে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহ পড়ান মৌঃ আবদুল আযীয সাদেক সাহেব এবং দোয়া করান পাঞ্জাব জামা'তের আমীর মির্যা আবদুল হক সাহেব। নব দম্পতি যেন দাম্পত্য জীবনে সুখী হইতে পারে এবং ইসলাম ও আহমদীয়তের রঙে রঙ্গীন হইয়া নিজ জীবন গঠন করিতে পারে সেইজন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানাইতেছি।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন ভূঞা

একটি অকাল মৃত্যু

আমার সেজ ভাই এস এম নাহিদুল ইসলাম গত দীর্ঘ আড়াই মাস ধরে জণ্ডিসে ভোগার পর ৬-৪-৯২ তারিখ দিন গত রাত্রে পিজি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছে। (ইন্নালিল্লাহে··· রাজেউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ২৭ বছর। গত ডিসেম্বরে সে বিয়ে করেছিল। মৃত্যুকালে সে বিধবা মা, স্ত্রী, ৩ ভাই ও এক বোন রেখে গেছে।

তার রূহের মাগফেরাত এবং দারাজাতের বুলন্দীর জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

এস, এম, দেলোয়ার হোসেন
পটুয়াখালী

খোদ্দামের সংবাদ

হুযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ১৯৯১—১৯৯২ সালের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ এর নিম্নলিখিত মজলিসে আমেলার (কার্যকরী পরিষদ) সদস্য অনুমোদন দান করেছেন ঃ

নং	পদবী	নাম
১।	নায়েব সদর	জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন
২।	মোতামাদ	জনাব কে, এম, মাহমুদুল হাসান
৩।	মোহতামীম খেদমতে খাল্‌ক	জনাব মিজানুর রহমান
৪।	মোহতামীম তালীম	জনাব আমীরুল হক
৫।	মোহতামীম তরবীয়ত	জনাব শহীদুল ইসলাম
৬।	মোহতামীম মাল	জনাব আহমদ তবশীর চৌধুরী
৭।	মোহতামীম উমূমী	জনাব রফিক আহমদ
৮।	মোহতামীম সেহেতে জিসমানী	জনাব কাউসার আহমদ
৯।	মোহতামীম ওয়াকারে আমল	জনাব আসাদুজ্জামান
১০।	মোহতামীম সানাত ও তেজারাত	জনাব শফিক আহমদ
১১।	মোহতামীম তাহরীকে জাদীদ	জনাব এহসান জুসেফ
১২।	মোহতামীম আতফাল	জনাব মোহাম্মদ সেলিম খান
১৩।	মোহতামীম ইসলাহ ও ইরশাদ	জনাব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
১৪।	মোহতামীম তাজনীদ	জনাব আফজাল হোসেন ভূইয়া
১৫।	মোহতামীম এশায়াত	জনাব জাফর আহমদ প্রধান
১৬।	মোহতামীম উমূরে তোলাবা	জনাব জাফর আহমদ
১৭।	কায়েদ মোকামী	জনাব আব্দুল আলীম খান চৌধুরী
১৮।	মোহাসেব	জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সামী

অতিরিক্ত মোহতামীম

১৯।	অতিঃ মোহতামীম ইশায়াত	জনাব এন, এ, শামীম আহমদ
২০।	অতিঃ মোহতামীম উমূরে তোলাবা	জনাব সাইফুল ইসলাম
২১।	অতিঃ মোহতামীম সানাত ও তেজারত	জনাব খায়রুল ইসলাম
২২।	অতিঃ মোহতামীম ইসলাহ ও ইরশাদ	জনাব শামসুদ্দিন আহমদ (মাসুম)

আহবাবে জামাতের নিকট দোয়ার দরখাস্ত করছি যাতে আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার তৌফীক দান করেন। মোহাম্মদ আব্দুল হাদী

সদর

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

ফলও আমরা গত শতাধিক বছরের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছি। তাই আসুন আমরা মসীহ (আঃ)-এর জামাতের লোকেরা সর্বদা নিষ্ঠার সাথে দোয়ায় ব্রতী থাকি।

যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) দোয়ার গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন —দোয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা অধিক শক্তি রেখেছেন। খোদাতা'লা ইলহামের মাধ্যমে বার বার আমাকে অবহিত করেছেন, যা কিছু হবে দোয়ার দ্বারাই হবে। আমাদের হাতিয়ার তো দোয়াই। দোয়া ব্যতিরেকে আর কোন হাতিয়ার আমাদেরকে দেয়া হয় নি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাতে অতি শান ও শওকতের সাথে মসীহ মাওউদ দিবস পালিত হয়

১৮৮৯ সনের ২৩শে মার্চ আহমদীয়া মুসলিম জামাত তথা ইসলামের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জল দিন। এ দিনে যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব (আঃ) লুধিয়ানা শহরের মহল্লা আদীদে সুফী জান মোহাম্মদ সাহেবের গৃহে ঐশী নির্দেশে প্রথম বয়াত নেয়া শুরু করেন। এই দিন ৪০ জন পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের বয়াত গ্রহণের মাধ্যমে যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল তা-ই আজ বিশ্বের প্রায় ১২৮ টি রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি বছর বিশ্বের প্রতিটি জামাত এ দিনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে সভা-সমিতি করে থাকে। এ পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গেছে যে, নিম্নলিখিত জামাত ও সংগঠন মসীহ মাওউদ দিবস পালন করেছে। এ দিনের শিক্ষা যদি সকলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন তবেই এ দিন পালন সার্থক হবে: বগুড়া, তেবাড়িয়া, সুন্দরবন, শ্যামপুর, ঘাটুরা, কাফুরিয়া, কুমিল্লা, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া-ঢাকা ও লাজনা ইমাইল্লাহ-ঢাকা।

আহমদী বার্তা

আহ্‌মদী তিফলের কৃতিত্ব

মোহাম্মদ হাফিযুর রহমান (হারুন) গত ২৯-১-৯২ তারিখ ব্রাহ্মণবাড়িয়া আন্তঃ স্কুল কেরাত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্‌তা'লা তাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

শাহাজাদা খান, নাযেম তিফল
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিস

একটি নিযুক্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের মজলিসে আমেলা এর ১০-৪-৯২ তারিখের সভায় সেক্রেটারী পাবলিকেশন জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবকে পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক নিয়োগ করেছে এবং তাঁকে আহমদীয়া আর্ট প্রেসের সার্বিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুন।

আহমদী বার্তা

15th April, 1992 আহ্‌মদী রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্‌" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্‌ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদকঃ মকবুল আহমদ খান

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan